সেরফরাজ খাঁ পতন

ঐতিহাসিক নাটক।

“যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধ্যতি কোঽত্র দোষঃ।”

আবার সেই।

কলিকাতা ক্যানিং লাইব্রেরী হইতে
শ্রীযোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

আল্‌বার্ট প্রেস্।
৪৬ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কর্ণবালিস ষ্ট্রীট,
বাহির সিমলা,—কলিকাতা।

১২৮৬।

উপহার।

পরমপ্রণয়াস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু ———————————— দাস

মহাশয় সমীপেষু।

বন্ধুবর!

এই পুস্তকখানি আপনার উদ্দেশে উৎসর্গ করিলাম। আপনি আমাকে যে ভালবাসেন তাহার স্মরণার্থে ইহা উৎসৃষ্ট হইল। জানি না ইহা আপনি কেমন দেখিবেন; তবে স্নেহপাত্রের কিছুই মন্দ দেখা যায় না ভাবিয়া, ইহা আপনাকে দিলাম। ভাল লাগে আদর করিবেন; নতুবা সেকালে যখন উভয়ে একত্র হইয়া বাঙ্গালা পুস্তক দেখিলে অধিকাংশের যে দশা হইত, সেইরূপ এখানিকেও ফেলিয়া দিবেন, বিশেষ এখানি আমার কৃত এই ভরসা।

শ্রীঃ—

বিজ্ঞাপন।

'সরফরাজ খাঁ পতন' নাম দিয়া এ নাটকখানি লিখিত মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। এক্ষণে জনসমাজে ইহা আদৃত হইলে শ্রম সফল হয়। গ্রন্থকার যত্ন করেছেন এই মাত্র সফল হওয়া না হওয়া পাঠক পাঠিকাগণের হাত। দুর্জ্জয় সমালোচকগণের ভয়ে নাম গোপন রাখিলাম; যেন তাঁহারা নাম শুনিয়া, দোষো-দোষণ করিতে বিরত বা দয়া করিয়া ক্ষান্ত না হন। সমালোচকের তীব্রধার লেখনী দ্বারা কোন গ্রন্থ সম্মার্জ্জিত না হইলে গ্রন্থের (আবশ্যক হইলে) সংস্করণ হয় না; বা গ্রন্থকারের রুচি পরিমার্জ্জিত হয় না; (অনুপযুক্ততা নিবন্ধন) অথবা তাহার অভিলাষ উন্মূলীত হয় না। গ্রন্থ লিখিয়া লব্ধকীর্ত্তি হইতে, বা কাব্য লিখিয়া কবিকঙ্কণ হইতে, অনেককেই চেষ্টিত দেখা যায়, আমি কিন্তু সে কণ্ডূয়নে উত্যক্ত নই। যাহা হউক ইহা বলা উচিত যে, আমার কোন কোন বন্ধু এই পুস্তক সমগ্র দেখিয়াছেন ও শুনিয়াছেন; ও স্থল বিশেষে তাঁহাদের অভিমত অনুসারে ইহা সংস্কৃত হইয়াছে, তাঁহারা উৎসাহ দিয়া মুদ্রিত করিতে বলায় ও নিজের স্পৃহা থাকায়, নাটকাকারে লিখিয়া এই খানি জনসমাজে দিলাম, নাটক হয়েছে কি না বিবেচ্য রহিল।

১৫ই পৌষ,
সন ১২৮৬ সাল

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

নট

নটী

পুরুষগণ।

সুজাউদ্দীন	বৃদ্ধ নবাব।
সরফরাজ খাঁ	নবাব সুজাউদ্দীনের পুত্র।
আলিবর্দ্দী	বেহারের শাসনকর্ত্তা, পরে নবাব।
হাজী আহম্মেদ	আলিবর্দ্দীর ভ্রাতা ও নবাবের অমাত্য।
জগৎশেঠ অমলচাঁদ রায়রায়াঁ	অমাত্যদ্বয়।
দেলমহম্মদ	সরফরাজের পুত্র।
রহিম খাঁ করিম খাঁ আলাবক্স খোদাবক্স	নবমন্ত্রিচতুষ্টয়।
উমারাও খাঁ	জনৈক ওমরা।
মুস্তফা খাঁ গণেশজী	আলিবর্দ্দীর সেনানীদ্বয়।
মিরমালুম	জনৈক চর।
গোলামী	আলিবর্দ্দীর ভৃত্য।

সদারাম — রায়রায়াঁর ভৃত্য।

শশিভূষণ — চতুর্থ জমীদারের সরকার।

কাজী, উমরাগণ, জমিদারগণ, পারিষদগণ, পরিকরগণ, সভাপণ্ডিত, অধ্যাপক, বিদ্যাবাগীশ, পুরোহিত, ঘটকগণ, দূতগণ, ভৃত্যগণ, প্রহরিগণ, সৈন্যগণ, সেনানীগণ, হাকিম, কবিরাজ, নকিব, নাগরিকগণ, কর্ম্মচারিগণ, বাইগণ, অশ্বারোহী, শিবিকা বাহকগণ।

স্ত্রীগণ।

বেগম — নবাব সরফরাজের পত্নী।

আমিরন্নেছা — উমারাও খাঁর পত্নী।

ছুলফন্নেছা — উমরাও খাঁর কন্যা।

দাসীগণ

স্থান মুরসিদাবাদ পাটনা রাজপথ গিরিয়া।

সূচনা।

এক দিক হইতে নট অপর দিক হইতে নটীর প্রবেশ।

নট।—

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

হের প্রিয়ে (সভা হের) দেখ সেজেছে কেমন।
(কেমন মোহন) সভা অতি সুশোভন॥
গাইয়ে মধুর গীত, হর হে সভার চিত,
সুখ্যাতি বাড়িবে কত, হইবে ঘোষণ।
সভাস্থ হয়েছেন যত, সুবিজ্ঞ সুসভ্য কত,
কর প্রিয়ে মুগ্ধ কর, এ সভাস্থ জন॥
(আদিরস গড়াগড়ি, বাঙ্গালায় ছড়াছড়ি,
প্রণয় প্রণয় হায় জপ।
হলো সব লেখকের, দশের মধ্যে একের,
যদি পিরীতি না হয় তপ॥)
আদিরস রস সার, এ দেশের অলঙ্কার,
অকলঙ্ক কলঙ্কতা বলে কোন জন।

গাও দেখি আজ গাও, প্রেমশূন্য কোথা পাও ;
শুনায়ে তোষ হে সবার মন ॥

নটী।—এই যে তুমি বল্‌ছ আদিরস সব রসের সার তবে আবার তার নিন্দে কর কেন ?

নট।—আমি আদিরসের নিন্দে করি ? আদিরসের যে নিন্দা করে তার মুণ্ডে বজ্রাঘাত হক্। প্রিয়ে। আদিরসের পক্ষপাতী না হলে তোমার প্রণয়ে সুখী হতাম কই। তবে কি না বাঙ্গালা ভাষায় আদিরসের বাড়াবাড়ি গড়াগড়ি ছড়াছড়ি। বাঙ্গালা কাব্যকারগণ আদিরস লিখিতে না পেলে এলিয়ে পড়েন। ‘প্রেয়সী আমি তোমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী। প্রিয়ে তুমি আমার হৃদয়ের ধন, চিত্তরঞ্জন নয়ন-পুত্তলি। বলতে না পেলে তাঁহাদের কলম সরে না, মুখে আসে না। আর কি জান বাঙ্গালী মহোদয়গণ গ্রন্থকারদের এই দশা দেখে বাঙ্গালা কাব্য পাঠ বাঙ্গালা নাটক দর্শন বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিতে উৎসাহ প্রদান একবারে ত্যাগ করেছেন। তাই বলি যদি এমন কোন প্রণয় শূন্য নাটক দেখে থাক, তবে আজ এই সভায় তার আলাপ কর।

নটী।—তবে কি "একেই কি বলে সভ্যতা"র অভিনয় কর্‌তে বল।

নট।—সেখানি নিন্দাপূর্ণ ও তাতে অনেকেই আপনাকে দেখতে পান বলে মনোরঞ্জন হবে না।

নটী।—তবে কি "জামাই বারিকে"র কথা বলছ।

নট।—তাতে যে ঘটনার মূল নাই। তুমি কি বল তাহা এই মহতী সভায় অভিনয় কর্‌লে চিত্ত বিনোদন করতে পারবে?

নটী।—তবে প্রেম-অপ্রধান ঘটনামূলক নাটক কোথা পাবে?

নট।—কেন প্রিয়ে তোমার মনে হয় না? সে দিন মফস্বল হতে গ্রন্থকার যে "সরফরাজ খাঁ পতন" নাটক খানি অভিনয় করবার জন্য পাঠায়েছেন সে খানি কি বল?

নটী।—সেই ইতিহাসমূলক কাব্য অদ্য তবে অভিনয় করা যাউক। গ্রন্থকার নিজেই বলেছেন যত্ন করে সিদ্ধ না হতে পারলে দোষ কি?

নট।—তোমার যেরূপ নিপুণতা ও শিক্ষার কৌশল তাতে অসিদ্ধ হবার কারণ কি?

নটী।—আমার শিক্ষা ত তোমা হ'তে লাও। আমার প্রশংসা করে আর নিজের বড়াই করতে হবে না—

নট।—প্রিয়ে তোমাদের জাতকে কথায় পারবার যো নাই। এখন তবে একটী তোমার মধুর-কণ্ঠসম্ভূত গীত এই সভায় শুনাইয়া চল, অভিনয় আরম্ভ করা যাক্।

নটী।—

রাগিণী ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—তাল আড় খেমটা।

প্রিয় হে বঁধু হে নাগর রসসাগর প্রেমপাগর।
সাগরের কূলসম্ভব প্রণয়-অকূল-সাগর ॥
প্রণয়পীযূষ নিধি, একি সৃষ্টি ওহে বিধি,
দেখাও তাহে নিরবধি, আছে নর হয়ে পাগর।
এ জগত প্রেমময়, কাব্য কথা প্রেমময়,
প্রণয় সকল সুখ অন্য নাহি আর ॥
প্রণয় বিশুদ্ধ হলে, হাতে স্বর্গ পায় নরে,
প্রণয় জগত সংসারে, যেন সূত্রধার ॥

[উভয়ের প্রস্থান।

—
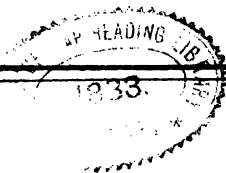
সরফরাজ খাঁ পতন

ঐতিহাসিক নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

মুরসিদাবাদ নবাববাড়ীর উদ্যান। অপরাহ্ণ।

সরফরাজ খাঁ উপস্থিত।

সরফরাজ খাঁ।—(স্বগত) বাঙ্গালার নবাবী কি লোভনীয়। মাতামহ মরিলেন কিন্তু তাঁহার দৌহিত্র তাঁহার ত্যক্ত নবাবী পাইল না।—পিতার কুটুম্ব দিল্লীতে ছিল, তিনি যোগাড় করিয়া দিল্লীশ্বরের সনদ হস্তগত কর্‌লেন।—যোগাড়ে কি না করে—মুরমেদকুলী খাঁর মৃত্যু তাকাইয়া পিতা অপেক্ষা কর্‌তে ছিলেন,—আমি তৎকালে নবাব হই আর কি—গদীতে আরোহণ করার পূর্ব্বে, আসিয়া যুট্‌লেন, নবাব হলেন, আমি অবাক হলাম। তিনি

আমাকে সন্তুষ্ট কর্‌বার জন্য, বাঙ্গালার দেওয়ান করলেন ; কিন্তু অমলচাঁদকে রায় রায়ণ উপাধি দিয়া, সঙ্গে দিলেন ; আমি নামমাত্র দেওয়ান থাক্‌লাম ; ক্ষমতা ও কার্য্য সকলই তাঁহাদের হস্তে থাক্‌ল। বেহারের শাসন বাঙ্গালার অধীন হলে, আমাকে পাঠাবেন বলে পিতা মানস করেছিলেন ; কিন্তু মাতার নিমিত্ত তাহাও ঘটল না। তখন ভেবেছিলাম, অধীন থেকে, ছায়ামাত্র হওয়া অপেক্ষা কার্য্যতঃ স্বাধীন হলে আমোদ ভোগ করার নানা উপায় পাব। ভাগ্যে তখন তাহাও হল না। ঢাকার শাসন বিষয়েও ঐরূপ। পিতা চৌদ্দ বৎসর আমাকে বঞ্চিত রেখে, নিজে নবাবী সুখ ভোগ করলেন। আর কত্‌কাল জীবিত থাক্‌ব—সুখ-আশা কখন্ তৃপ্ত হবে? মাতামহের মৃত্যু হতে যে পদ আমার প্রাপ্য, তাহা আর কখন পাব? যৌবন গত হলে, ভোগ-শক্তি হ্রাস হলে নবাবী লয়ে কি করব? পিতা আমোদের নানা উপায় পাবেন বলে, নবাব হয়েছিলেন ; আমিও অবাধে আমোদ উপভোগ কর্‌ব বলে নবাব হতে চাই। রহিম বলে, দিল্লীশ্বর হওয়ার জন্যে,

অনেকে পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল। রহিম বেশ সুবুদ্ধি; যে দিন হতে তাহাকে হাজী আমার অধীনে নিযুক্ত করে দিয়েছে, সেই দিন হতে পছন্দ করেছি, দেখেছি, সেও আমার অনুরক্ত বটে। অনেক সময় সৎবুদ্ধি দিয়াছে।—দিল্লীতে নাদের শা আসিয়া ঈশ্বর হয়েছে।—এখন যদি নবাব হয়ে বসি, তবে অবশ্য সে সম্মত হতে বাধ্য হবে।—কিন্তু পিতা বর্ত্তমানে কেমন করে ঘট্‌বে—পিতা দয়ালু ও নম্র; নিজগুণে সকলকে বশ করে রেখেছেন—আমার পক্ষে কে হবে? রহিম এখনও এল না কেন? দূত অনেক ক্ষণ গিয়েছে—যাহা মনে করছি তাহা যদি ঘটাতে পারি—সরফরা[illegible]দ্বিগ্ন হইও না; মনস্কামনা—

রহিম খাঁর প্রবেশ।

কে রহিম এলে; এত বিলম্ব কেন?

রহিম।—সংবাদ পেয়েই আস্‌তেছি কি মনে করে স্মরণ করেছেন?

সরফরাজ।—তা কি শুন নাই? নাদের শা দিল্লী জয় করেছে।

রহিম।—এ সংবাদ কবে আসিল?

সরফরাজ।—জানিয়াই তোমাকে ডাকায়েছি—তবে এখন কি বল।

রহিম।—কিসের কি বলব?

সরফরাজ।—যে পরামর্শে তুমি বল দিল্লীশ্বর না মানিলে চেষ্টা বিফল, তার।

রহিম।—দিল্লীশ্বর যাহাকে ইচ্ছা বাঙ্গালার নবাবী দিতে পারেন।

সরফরাজ।—নাদের শা নিজে নূতন, সে কি এখন কিছু করতে পারে?

রহিম।—এখন সুযোগ বটে।

সরফরাজ।—যোগাড় করলে হয় না? আর কতকাল অপেক্ষা করব?

রহিম।—যুদ্ধ করবেন মনে করেছেন?

সরফরাজ।—কি বলিলে?

রহিম।—এত ব্যস্ত কেন? আপনার পিতা একে বৃদ্ধ তাহাতে পীড়িত হয়েছেন; আর কত-কাল জীবন দীর্ঘ করতে পারবেন।—আপনিই এখন কার্য্যতঃ নবাব। যাহা করছেন তাহাই হচ্ছে, তাই বলি এত ব্যস্ত কেন?

সরফরাজ।—(স্বগত) অবাধে সকল মজা

ভোগ করবার জন্য ব্যস্ত হচ্ছি—সে দিন সেই রমণীরত্ন ভোগ-লালসায় বিলম্ব হওয়ায়,কত উত্যক্ত হয়ে, অবশেষে তাকে পাওয়ার সব স্থির হলে, বৃদ্ধ পিতার আদেশে তাহা কেমন ঘটল না। (প্রকাশ্যে) আর কত কাল অপেক্ষা করব ?

রহিম।—তবে কি মনে কচ্ছেন ?

সরফরাজ।—যাহাতে নবাব হয়ে, অবাধে ভোগসুখ লাভ হয়, তাহা করব রহিম! তুমি আমার সাহায্য করবে ?

রহিম।—(স্বগত) কি মনে করে, কি জানি কি ভাবছে। (প্রকাশ্যে) আমি আপনার দাস ও অনুগত, সুতরাং আজ্ঞাবহ, কিন্তু—

সরফরাজ।—আমি কিন্তু বুঝি না—মন্ত্রের সাধন হওয়া চাই।

রহিম।—বৃদ্ধ নবাবের যেরূপ পীড়া, তাতে তিনি আর কয় দিন বাঁচবেন ?

সরফরাজ।—(স্বগত) অরোগ হইয়া দীর্ঘজীবী হতে পারে।

রহিম।—আপনি কি ভাবছেন ? (স্বগত) আমোদের দিকে মতি লওয়াই, এ আমাদের অবলম্বন

বই ত নয়। (প্রকাশ্যে) সে রমণী বড় সুন্দরী; তাকে এখন পাওয়া যেতে পারে।

সরফরাজ।—হিন্দুরা বলে, মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।

রহিম।—মনোমত রমণী সঙ্গে রসরঙ্গে সুখ ভোগ করার পর আর কি মজা আছে? তাতে আবার ভগ্নোদ্যমের পর জয়।

সরফরাজ।—কোন্ কামিনীর কথা বল্‌ছ?

রহিম।—যার স্বামী বৃদ্ধ নবাবের নিকট আবে-দন করে, সে দিন আশা ভঙ্গ করেছিল।—এখন এক উপায় হয়েছে।

সরফরাজ।—কি উপায়?

রহিম। তার স্বামীকে সরকারের হিসাবের দায়ে ফেলেছি; ঐ দায়ে এখন তাহাকে কএদ করলেই, সেই রমণীকে পাওয়া যায়।

সরফরাজ।—দস্তক চিটী চাও? লিখিয়া দাও, দস্তখত করে দিই। (রহিম খাঁ লিখিয়া দিলে দস্তখত করত) লও—কিন্তু কতক্ষণে আন্‌তে পারবে?

রহিম।—যেতে যত বিলম্ব হবে।

সরফরাজ।—তবে যাও, আর বিলম্ব কর না।

[রহিমের প্রস্থান।

ততক্ষণ আমিও চেষ্টা দেখিগে।

[প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মুরসিদাবাদ নবাববাড়ীর প্রকোষ্ঠ।

বৃদ্ধ নবাব সুজাউদ্দিন পীড়িত অবস্থায় শয়ান। পদতলে সরফরাজ খাঁ আসীন। একপার্শ্বে জগতশেঠ ও রায়রায়াঁ; অপর পার্শ্বে হাজী আহম্মেদ ও ওমরাগণ আসীন। হকিম কবিরাজ ও ভৃত্যগণ উপস্থিত।

বৃদ্ধ নবাব।—(চক্ষু মুদ্রিত অবস্থায়) হাজী আহম্মেদ ও জগতশেঠ প্রভৃতি সকলে এসেছেন।

ভৃত্য।—জাহাঁপনা! যাহাদিগকে সংবাদ দিতে বলেছিলেন, সকলেই এসেছেন।

বৃ,ন।—জগতশেঠ, হাজী আহম্মেদ, রায়রায়াঁ, কই সকলেই এসেছ? আমি দেখ্‌তে পাচ্ছিনা (চক্ষু মেলিতে চেষ্টা করিয়া) কবিরাজ, আমার হস্ত দেখ, পীড়ার কিরূপ দেখছ?

কবিরাজ।—(হস্ত ধরিয়া) জাহাঁপনা, চিন্তিত হবেন না। আপনার পীড়ার অবস্থায় মানসিক আলোচনা অনিষ্টকরী বটে।

হকিম।—(গাত্রে হাত বুলাইয়া) জ্বর নরম পড়ে আস্‌ছে (স্বগত) পরে অঙ্গ শীতল হবে (প্রকাশ্যে) আল্লার মরজী হলে এ যাত্রা রক্ষা পেতে পারেন।

জগতশেঠ।—(কবিরাজের প্রতি) কেমন দেখ-ছেন?

কবিরাজ।—রোগ উৎকট বটে, তবে এখন চিকিৎসার আয় আছে, কিন্তু পরমায়ু বড় বল। (সকলেই গম্ভীরভাবে উপবিষ্ট)

বৃ,ন।—(চক্ষু মেলিয়া) সকলেই এসেছেন।

সরফরাজ।—আমার মস্তক উন্নত করে দাও; জগত—

জগতশেঠ।—জাহাঁপনা, বাক্যে প্রয়োজন নাই, আপনি এখন মানসিক চিন্তা করবেন না।

ন্ব,ন।—জগতশেট, আমি দেখছি আমার আসন্ন-কাল নিকট হচ্ছে, শরীর অবসন্ন, ইন্দ্রিয় শিথিল ও বাক্‌শক্তির হ্রাস হচ্ছে। আমি যাহা মনে—

জ, শে।—জাহাঁপনা, ইঙ্গিতে মনোগত ভাব ব্যক্ত করুন। ক্ষীণ ও দুর্ব্বল শরীরে আন্দোলন না করাই ভাল।

ন্ব,ন।—(অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া আস্তে আস্তে) হাজী, জগতশেঠ, রায়রায়াঁ! তোমরা সকলেই এসেছ, আমি তোমাদের দেখব (দেখিতে চেষ্টা) এবার বাঁচব না।

সকলেই।—জাহাঁপনা, কষ্ট করবেন না, আমরা সকলেই উপস্থিত আছি।

সরফরাজ।—(স্বগত) পিতার মৃত্যু নিকট, দৈব আনুকূল্যে মনস্কামনা আপনা হতে সিদ্ধ হল। আমাকে চেষ্টা কর্‌তে হল না, রক্ষা পেলাম—হকিম বলেছে এ যাত্রা বাঁচবেন না—(প্রকাশ্যে) উঃ হায়!

কবিরাজ।—(জগতশেঠের প্রতি) নবাবের লক্ষণ ভাল নয়, এই জ্বর অন্তে দ্বিতীয় জ্বরের সঙ্গে—কি হয় বলা যায় না।

বৃ,ন।—তোমরা জান আমি বাঙ্গালার জন্য কত করেছি, কত করে অবশেষে বাঙ্গালায় সুশাসন বিস্তারিয়াছি—আমার এখন আসন্ন কাল উপস্থিত আমার সন্তান সরফরাজকে তোমাদের হস্তে দিয়ে যাব। আমার শেষ কাল—আমার এই আসন্ন-কালে—তোমরা আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর—এই সরফ—

সকলেই।—আমরা প্রতিজ্ঞা করছি, আপনি এখন যাহা বল্‌বেন, আমরা তাহাতেই প্রস্তুত।

বৃ,ন।—আমি জানি, তোমরা আমার আসন্ন-কালের কথা কখন অবহেলা কর্‌বে না, আমি বলি হাজী আহম্মেদ, জগতশেঠ, রায় রায়ণ! অগ্রসর হয়ে আমার নিকটে এস—সরফরাজ! তুমিও এস। (সকলে অগ্রসর হইয়া শয্যাপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলে অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া) সরফরাজ! তুমি ১৪ বৎসর পূর্ব্বে নবাব হতে, আমি তখন তোমার নবাবী পদ লয়েছিলাম তোমার মাতামহ মুরসিদ-কুলী খাঁ অভাবে তুমি অধিকারী ছিলে। আমি লোভান্ধ হয়ে তখন হতে তোমাকে বঞ্চিত রেখেছিলাম। আজ তোমার স্বত্ব তোমাকে দিয়ে

যাচ্ছি। আমার অভাবে তুমি নবাব হবে। দিল্লীশ্বর তোমাকে মানিয়া লবে। আর বলি তোমার হাত দাও (সরফরাজের হাত ধরিয়া) তোমাদের হাত দাও (হস্ত দিলে) আমার এই সরফরাজকে তোমা-দের হস্তে সমর্পণ কচ্ছি—যেমন আমার সঙ্গে থাকিয়া আমাকে সাহায্য করেছ, তেমনি তোমরা ইহাকে আমার অভাবে রক্ষা কর্‌বার সাহায্য কর্‌বে এই অঙ্গীকার কর।

সকলে।—আমরা প্রতিজ্ঞা করলাম আপনি যাহা বল্‌বেন তাহাই হবে।

ব্,ন।—সরফরাজ তোমাকে বলি তুমি সকল কর্ম্মে ইহাদের পরামর্শ মত চলবে। শাসন ভার ইহাদের উপর রাখ্‌লে স্বচ্ছন্দে নবাবী করতে পারবে—হকিম কেমন দেখছ—উঃ বড় পিপাসা—

হকিম।—(সরফরাজের প্রতি) ভৃত্যকে জল দিতে বল।

সরফরাজ।—(স্বহস্তে জল মুখে ধরিয়া) উঃ কি হল, জাহাঁপনা পিতা আমাদিগকে ছেড়ে চল্‌লেন হকিম ? দেখ (চক্ষু মুদিতে মুদিতে)

হকিম।—ভয় নাই, জাহাঁপনা কেবল ক্লান্ত

হয়েছেন, জল আন (আনিলে অল্প অল্প জল মুখে দেওয়া)

ব্,ন।—আমার সময় শেষ হতেছে। আমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে মর্‌তে পারি। যে সকলের অনিষ্ট আমা কর্ত্তৃক হয়েছিল, তাহাদিগকে যথাসাধ্য পরিতুষ্ট করেছি, সকলেই আমাকে ক্ষমা করেছে, সরফরাজ তুমিও ক্ষমা কর্‌বে, তোমরা আমার চির সহায়, আমাকে স্মরণ কর্‌বে।

সরফরাজ ব্যতীত সকলে।—আপনি চিরস্মরণীয় রইলেন—তবে অনুমতি হয়ত আমরা এখন বিদায় হই।

ব্,ন।—আমি ক্লান্ত হয়েছি।

হকিম।—জাহাঁপনা—নিশ্চিন্ত হউন, নিদ্রা যাউন, তাহা হইলে সুস্থ হবেন, পীড়ার শমতা হয়ে আস্‌বে—আপনারা কখন।

[হকিম ও সরফরাজ ভিন্ন সকলের প্রস্থান।

সরফরাজ।—(হকিমের প্রতি) কেমন দেখছ?

হকিম।—(সরফরাজের প্রতি) আর বড় বিলম্ব নাই।

ব্,ন।—আমাকে মসজিদে লয়ে চল।

সরফরাজ।—তাই লয়ে চল।

[বৃদ্ধনবাবকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

প্রথম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উমরাও খাঁর আলয়।

প্রকোষ্ঠ মধ্যে জুলফন্নেছা আসীন।

জুলফন্নেছা।—(স্বগত) আমার বিবাহ-কাল আগত, পিতা মাতা তাহার আলোচন করছেন; দাসীগণ তাহা ল'য়ে, আমার সহিত পরিহাস করে, আমোদ করতে আসে। কিন্তু আমি এখন কি করি? মনে যা হয়, তা ত বল্‌বার নয়। কি কুক্ষণে নবাব বাড়ী মাএর সঙ্গে গিয়েছিলাম। তখন আমি বালিকা ছিলাম। যা দেখেছি, তা ভুল্‌তে পারলাম না। যা তখন মনে করেছিলাম, সেই কল্পনা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে লোপ না হয়ে সদা

জাগরূক থাকৃল—আমি কি কখন তা হতে পারব; তত হীরা মাণিক্য মুক্তায় খচিত হয়ে শোভা পা'ব; বয়স হয়েছে—রূপও আছে, কিন্তু তথা হ'তেত কই কোন প্রস্তাব আসল না। নবাবের পুত্রবধূ হ'য়ে, সজ্জিত হয়ে বসে থাক্‌ব। সে আশা বৃথা। নবাব সরফরাজের পুত্র দেখ্‌তে সুন্দর বটে; যখন অশ্ব-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করে বেড়ান, তখন গবাক্ষ দিয়ে দেখে মনে করেছি, আমাকে দেখে মোহিত হবেন, বিবাহের জন্য বলে পাঠাবেন, আমি আনন্দে সম্মতি দিব, পিতা অর্পণ করবেন, মাতা আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হবেন। আমি গবাক্ষে থাকি বলে বুঝি, তিনি আমাকে দেখ্‌তে পান নাই। আবার মনে করি, দেখা দিব—না হয়—সে আশায় জলাঞ্জলি দিব—কই তাও ত পারলাম না—রহিম খাঁ আমাকে বিরক্ত করে কেন? আমার আশা অন্য দিকে; কিন্তু সে ত সর্ব্বদা আমার জন্য লালায়িত দেখায়।

রহিমের প্রবেশ।

রহিম।—তুলফ! একা বসে কি করৃছ? ঐ যে

মুখখানি হাসি হাসি ছিল, আমাকে দেখে বিষন্ন হল কেন?

জুলফ।—তুমি এখন এখানে কেন এলে?

রহিম।—তোমার রূপে মুগ্ধ হয়ে। মধুলোভী ভ্রমরকে প্রত্যখ্যান করা পদ্মিনীর কার্য্য নয়।

জুলফ।—তোমার রসিকতা আমায় ভাল লাগে না। পিতা তোমায় ভাল দেখেন আর তুমি সম্পর্কে ভ্রাতা, তাই এত দিন পিতাকে তোমার আস্পর্দ্ধার কথা বলি নাই, কিন্তু—

রহিম।—জুলফ! আমার প্রতি নিষ্ঠুর হইও না; আমি তোমাকে ভেবে ভেবে উন্মাদ হয়েছি; বুঝেছি, তুমি ভিন্ন আমার পক্ষে সংসার অসার। তুমি ভ্রাতা বলে আমার উপর—

জুলফ।—আমি অনেক বার তোমাকে বলেছি, আমার প্রতি লোভ কর না; পিতা সম্মত হবেন না। মাতা সুখী হবেন না। আমি তোমাকে সুখী কর্‌তে গিয়ে তাঁদিগে অসুখী করতে পারব না।

রহিম।—তুমি বয়স্থা হয়েছ; বিবাহ তোমার সম্মতিসাপেক্ষ। তাঁরা মনে করলেই, তোমার

অনিচ্ছায়, যাকে তাকে, তোমাকে অর্পণ করতে পারেন না।

জুলফ।—তা বলে আমি তোমার হতে কখন সম্মত নই।

রহিম।—আমার আশা-কাননের একমাত্র কুসুম ছিঁড়ে ফেল না; আমার হৃদয়ের মরুভূমিতে একমাত্র উৎস শুষ্ক কর না। আমি তোমার এক-মাত্র দাস, চিরকাল তোমার চরণ সেবায় নিযুক্ত থাকব। আমাকে বঞ্চিত কর না। (পদ ধারণ)

জুলফ।—রহিম! ভ্রাতা বলে অনেক দিন সহ্য করেছি, অনেক দিন বারণ করেছি; আমি তোমার কথায় হতে পারব না। মনুষ্য হও ত পা ছাড়। এই জন্য কি পিতা তোমাকে পালন করেছেন; তোমার পিতৃমাতৃবিয়োগে তুমি অনাথ হলে এই জন্য কি পিতা তোমাকে নিজ গৃহে পোষণ করেছেন, নবাব সরকারে নিযুক্ত করায়েছেন? তাহার ফল কি তুমি এই করবে? মনে করেছ তাঁহার কন্যার উপর অত্যাচার করে সৎকর্ম্মের প্রত্যুপকার করবে? আমি তোমাকে স্পষ্ট বলছি, আমার আশা অন্য দিকে—আমার অভিলাষ উচ্চ।

রহিম।—(পা ছাড়িয়া দণ্ডায়মান হইয়া) জুলফ! আমি তোমাকে যেমন ভালবেসেছিলাম, অদ্য হতে তেমনি ঘৃণা করলাম। দেখবে রহিম হতে কত কষ্ট পাও। তখন ভাব্‌বে রহিম তোমাকে কত সুখী কর্‌তে পারত।

জুলফ।—আমি তোমার ঘৃণায় কিছুমাত্র শঙ্কিত নই। আমি আরও বলি, তোমার সাধ্যমত তুমি ত্রুটি কর না।

রহিম।—তোমার রূপ যেমন মধুর, তোমার বাক্য তেমনি বিষময়; তোমার নয়ন-ভঙ্গি যেমন সম্মোহন, তোমার ভ্রূকুঞ্চন তেমনি বিষাক্ত। এই তোমার পিতৃগৃহ ত্যাগ করে চললাম—যেখানে এক মাত্র দীপ আমার আলোক স্বরূপ ছিল, তাহা নিবিল; আমার হৃদয়াকাশের একমাত্র নক্ষত্র খসে পড়ল; সংসার-সাগরে নিমগ্ন হয়ে দ্বীপভ্রমে যাকে আশ্রয় করেছিলাম, তাহা তিমিঙ্গিল হ'ল, সরে গেল আবার ডুব্‌লাম। জুলফ! আমাকে হতাশ—

জুলফ।—তোমার বাক্যবিষে আমাকে জ্বালাতন ক'র না। আমি তোমার মূর্ত্তি দেখ্‌তে ইচ্ছা করি না।

রহিম।—তুলফ! দেখ, জ্বলবে পুড়বে, কিন্তু মরবে না—জ্বলে জ্বলে বেঁচে থাক্‌বে।

[রহিমের প্রস্থান।

তুলফ।—জ্বলে জ্বলে বেঁচে থাক্‌ব! কি ভয়ানক!—তা বলে আমি সব আশা ত্যাগ করে তাকে ভজ্‌তে পারি না।—কুক্কুরের তাড়নায় কেশরী-কন্যা ভীতা নহে। রহিম আমার কি করতে পারবে? আমি উমরাও খাঁর একমাত্র কন্যা, স্নেহের পাত্রী, আদরের ধন, আদরে লালিত, স্পর্দ্ধায় বর্দ্ধিত। যে আশায় রয়েছি, হয় তাহা ফলবতী হবে—নতুবা—নতুবা—আর কি—পিতা মাতা যাকে অর্পণ করবেন, তাকেই লব; সুখী হব; গহনা পরব; সজ্জিত হয়ে বসে থাকব; দাসীগণ দেখ্‌বে।—

অনেক দাসীর প্রবেশ।

দাসী।—একা কি করছ?

তুলফ।—ওরে দাসি! একটা বড় স্বপ্ন দেখেছি, তার অর্থ বলতে পারিস?

দাসী।—কি স্বপ্ন বল দেখি?

তুল্‌ফ।—আমি নিদ্রিত ছিলাম, এমন সময়

দেখ্‌লাম, আমাদের ফুল বাগানে বেড়াচ্ছি; যুঁই, জাতি, কামিনী, নানা ফুল তুলে, মালা গেঁথে, গলায় কাণে মাথায় পচ্ছি—বেড়াচ্ছি; সেগুলি ফেলছি, আবার ফুল তুলছি; আবার পচ্ছি। কত মধুকর মধুলোভে নিকটে আসছে; আমার অঙ্গের ফুলে বসতে চেষ্টা করছে, কামড়াবে বলে, তাড়িয়ে দিচ্ছি; বেড়াচ্ছি, যেতে যেতে নিবিড় অরণ্যে পড়লাম; দেখ্‌লাম, কেশরী কন্যাকে একটা কুক্কুরে কত লাঞ্ছনা করলে; তা দেখে এক সর্প-সম্মুখে একটী ভেক নৃত্য করতে লাগল, এমন সময় তুই ঘরে এলি। এই স্বপ্ন কি বল্‌তে পারিস্‌।

দাসী।—একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আগে তার উত্তর দাও—পরে আমি তোমার স্বপ্নের অর্থ করছি।

ডুলফ।—কি বল্‌?

দাসী।—রহিম কেন এত রাগ ভরে, এই প্রকোষ্ঠের দিক হ'তে বাহির হয়ে গেল।

ডুলফ।—তবে বুঝেছিস আর বলতে হবে না। সে পাপ কোথায় গেল?

দাসী।—কোথায় গেল জানি না, কিন্তু দুর্ব্বহ রাগ ভরে চলে গেল দেখে আমি এখানে এসেছি।

জুলফ।—তবে দেখ দেখি কোথায় যায়—চল আমিও যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

জগৎ শেঠের সভামণ্ডপ। প্রাতঃকাল।

জগৎশেঠের পরিকরগণ, সভাপণ্ডিত, অধ্যাপক ও ঘটকগণ আসীন।

১ পরিকর।—নানাস্থান হতে ঘটকগণ প্রত্যাগত হ'লেন; এখন ইহাঁরা কোথাকার কোন্ কন্যা মনোনীত করেন, তাহা প্রকাশ করলে, শুনে, শুভ কর্ম্ম আরম্ভ করলে হয়।

২ পরিকর।—পণ্ডিত মহাশয়। বিবাহের দিন কবে করছেন?

সভাপতি।—মাঘী শুক্ল নবমীতে বিবাহের দিন আছে, আর তা প্রশস্তও বটে।

অধ্যাপক।—নবমী তিথি রিক্তা, অন্য দিন কর্‌লে ভাল হয়।

সভাপণ্ডিত।—সে দিন শনিবার পেয়েছে। বিবাহের উপযুক্ত দিন।

অধ্যাপক।—আপনি অন্য দিন স্থির করুন। যদি বিচার কর্‌তে চান, অগ্রসর আছি, কিন্তু লগ্ন কখন কর্‌ছেন?

জগৎ শেঠ।—অগ্রে কন্যা সুস্থির হউক, পরে দিন হবে। (ঘটকগণের প্রতি) আপনারা কোথায় কোথায় গিয়াছিলেন, কোন্ কন্যা মনোনীত করেন, ব্যক্ত করুন।

১ ঘটক।—আমি উত্তর দেশে গিয়ে, প্রত্যেক পল্লী অন্বেষণ করে, মনোমত কন্যা কোথাও দেখ্‌তে পেলাম না। অবশেষে নাটোর দেশ হইয়া ফিরিয়াছি। দেখ্‌লাম, কন্যাগণের মধ্যদেশ মোটা, চর্ম্ম অচিক্কণ, মাংস দেখিতে শক্ত বোধ হয়, কেশ অল্প ও খাট খাট, বর্ণ তৈলাক্ত, অধিকন্তু তাহাদের আচার অতি কদর্য্য। শেষে নাটোরের নিকটে একটী রূপবতী কন্যা পাইলাম। সে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী বটে,—বর্ণ গৌর, শরীর লাবণ্যময়, গণ্ড

মাংসল, বয়সে নবযৌবনা। ফলতঃ তার ন্যায় সুশ্রী কন্যা ঐদেশে আর নাই, কিন্তু অলোমিকা—

অধ্যাপক।—বিবাহে অলোমিকা কন্যা নিষিদ্ধ উক্ত হইয়াছে যথা।—

"নোদ্বহেৎ কাপিলাং কন্যাং নাধিকাঙ্গীং ন রোগিনীং।
নালোমিকাং নাতিলোমাং ন বাচালাং ন পিঙ্গলাং" ॥

২ ঘটক।—আমি এখান হইতে পশ্চিম হইয়া বীরভূমি প্রভৃতি স্থান দেখিয়াছি, কন্যাগণের ছাল পুরু, ঠোঁট উচু, তাহাতে আবার মোম দিয়া সীঁথির চুল আঁটা, তার মধ্যে সিন্দুরে লাল হইয়া হিড়িম্বাকে স্মরণ করায়ে দেয়। অবশেষে কাটোয়া প্রদেশে এসে দেখ্‌লাম, কন্যাগণ হরিদ্রাক্ত হয়ে ভীষণ দেখাচ্ছে। কিন্তু ঐ সকল কদাকার রমণীদিগের মধ্যে একটী পরমা রূপসী পাইলাম; সে সুনাসা, সুকেশা, সুমধ্যা, কিন্তু চক্ষু দেখ্‌লে পিঙ্গলাক্ষী দোষযুক্ত বলিয়া ব্যাখ্যান কর্‌তে হয়।

৩ ঘটক।—আমি দক্ষিণ দেশে যাইয়া দেখিলাম, কন্যাগণ লাবণ্যবতী, ত্বক মসৃণ, ওষ্ঠাধর অতি মনোরম, কিন্তু তারা টানা সুরে কথা কয়। ঐ দেশে একটী কন্যা দেখ্‌লাম, অতি সুশ্রী, নাতি

পুষ্টা, সদা হৃষ্টা, রূপ-যৌবন-সম্পন্না, তদ্দেশ-সুলভলাবণ্যময়ী, পঙ্কজাক্ষী, মরালগামিনী, কিন্তু বড় বাচালা।

৪ ঘটক।—আমি অগঙ্গ দেশে পূর্ব্বাভিমুখে যাইয়া, যাহা দেখিয়া শুনিয়া আসিয়াছি, তাহা অশ্রাব্য। কন্যাগণের বলদের মত মধ্যনাক ফোড়া, তাহাতে বেশর দোলান থাকে। সকলেরই বর্ণ প্রায় কাল। কেশরীক্ষীণ মধ্য, পক্ক বিম্বোষ্ঠ, তিলফুল নাসা, প্রভৃতি কবিজন সুলভ সুন্দরী শোভা কিছুই দেখা যায় না, অথচ বাঙ্গালে টানের তাহাদের বাক্য শুনিলে জুগুপ্সার উদ্রেক হয়। দেখতে দেখতে একটী কন্যা রত্ন নয়নগোচর কর্লাম, সে প্রকৃত সুন্দরী বটে, কিন্তু নদী নাম্নী।

সভাপণ্ডিত। নদী নাম্নী কন্যা অপ্রশস্তা যথা।—

> "নর্ক্ষ বৃক্ষ নদী নাম্নীং নান্ত্যপর্ব্বতনামিকাং।
> ন পক্ষ্যহিপ্রেষ্যানাম্নীং ন চ ভীষণনামিকাং ॥"

অধ্যাপক।—নদী মধ্যে বিশেষ আছে, সভাপণ্ডিত মহাশয় কি বলেন? ঐ বচনটা আপনার স্মরণ হয় না?

সভাপণ্ডিত।—কোন্ বচনের কথা বল্‌ছ? মনু কোন বিশেষ করেন নাই।

অধ্যাপক।—না করুন, বচন আছে। ও প্রথা চলে আস্‌ছে।

সভাপণ্ডিত।—প্রথা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইতে পারে বচন থাকে ত বল, নতুবা আড়ম্বর করিও না।

অধ্যাপক।—বচন এই শুনুন।

"গঙ্গা চ যমুনাচৈব—"

সভাপণ্ডিত।—কি পাণ্ডিত্য! জলশুদ্ধির মন্ত্র পাঠ করিয়া বিশেষার্থ প্রতিপাদন কর্‌বে নাকি?

অধ্যাপক।—সমগ্র না শুনিয়াই তর্ক তুল্‌বেন নাকি?

সভাপণ্ডিত।—আচ্ছা বল;—

"গঙ্গা চ যমুনাচৈব—"

অধ্যাপক।—

"গোমতী চ সরস্বতী।
নদীম্বাষাং নামবৃক্ষে মালতী তুলসী অপি।
রেবতী চাশ্বিনীভেষু রোহিণী শুভদা ভবেৎ॥"

জগৎশেঠ।—(৪ ঘটকের প্রতি) সেই কন্যার নাম কি?

৪ ঘটক।—যমুনা।

সভাপণ্ডিত।—তথাপি বাঙ্গাল।

জগৎশেঠ।—(৫ ঘটকের প্রতি) আপনি কোন্ দেশে গিয়াছিলেন?

৫ ঘটক।—আমি ত্রিহুত প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করে কোথাও মনোমত কন্যা না পেয়ে অবশেষে সকলে একত্র হয়ে গিয়ে পশ্চিমে যে কন্যারত্ন দেখেছি, সেইটী আপনার পুত্রের জন্য স্থির করা কর্ত্তব্য। মহাশয়! পশ্চিম দেশজ কন্যা সর্ব্বোপরি, তথায় স্ত্রী-সৌন্দর্য্য অতি সুলভ। বর্ণজ্যোতিঃ, রূপের মাধুরী, অঙ্গসৌষ্ঠব ও বয়স-সুলভ-লাবণ্য অতি মনোহর। তথায় যে সম্বন্ধের কথা হয়েছে, সেই কন্যা মনোনীত হয়ে শুভ বিবাহ সুসমাধা হয়, এই আমাদের প্রার্থনা।

১ ঘটক।—আমরা সকলেই দেখেছি ঐ কন্যা মনুবচন-অনুসারে প্রশস্ত যথা "অব্যঙ্গাঙ্গীং,—

সকলে।—

"——সৌম্যনাম্নীং হংসবারণগামিনীং।
তনুলোমকেশং দশনাং মৃদ্বঙ্গীমুদ্বহেৎ স্ত্রিয়ং॥"

জগৎশেঠ।—তবে সেই পাত্রীকে আনয়নার্থে

দূত প্রেরিত হউক (সভাপণ্ডিতের প্রতি) আপনি কি বলেন?

সভাপণ্ডিত।—মহারাজের যেমন অভিরুচি। কন্যার রূপ ব্যাখ্যা শ্রুত হইল। সকলেই তার প্রশংসা কর্‌লেন।

জগৎশেঠ।—বিবাহের আয়োজন সত্বর হউক। পণ্ডিত মহাশয় মাঘ মাসের মধ্যে আয়োজন সমাধা হবে না? ফাল্গুন মাসের সেই দিনটী স্থির হলে সকল বিষয়ে সুবিধা হয়।

অধ্যাপক।—ঐ দিন সর্ব্ববাদীসম্মত ও অতি প্রশস্ত। আপনি নীরব রইলেন কেন? (সভাপণ্ডিতের প্রতি) সভাপণ্ডিত (দ্বিতীয় পরিকরের প্রতি) কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম (প্রকাশ্যে) সে দিনটী অপ্রশস্ত নহে।

অধ্যাপক।—অপ্রশস্ত নয় কি বলেন, অতি উত্তম বলুন, নতুবা তাতে কোন দোষ থাকে উৎঘোষণ করুন।

সভাপণ্ডিত।—(স্বগত) তুমি করেছ এই দোষ।

জগৎশেঠ।—দিল্লী হতে কোন উত্তর এসেছে?

১ পরিকর।—তথাকার প্রধান বাইগণ সত্বরে আস্‌তে যাত্রা করবে।

জগৎশেঠ।—লক্ষ্ণৌএর কোন সংবাদ পাইয়াছ?

১ পরিকর।—তথাকার শ্রেষ্ঠ গণ্য সঙ্গীতদল বায়না গ্রহণ করেছে—কেবল ঝান্সীর সংবাদ আজিও আসে নাই।

জগৎশেঠ।—(ঘটকগণের প্রতি) আপনারা এখন বিশ্রাম করুন গিয়ে। আপনাদের পরিশ্রমের সাফল্য হবে।

[ঘটকগণের প্রস্থান।

সভাপণ্ডিত।—এ দিকে বেলাও বেড়েছে।

জগৎশেঠ।—চলুন; সকলেরই যাওয়া যাউক।

[সকলের প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

উমরাও খাঁর বাটীর অন্দর।

অপরাহ্ণ। আমিরন্নেছা ও দাসীগণ উপস্থিত।

আমিরন্নেছা।—আমার সোণার প্রতিমা কে লয়ে যাবে?

১ দাসী।—বিবাহের কাল হয়েছে।

আমির।—আমার জুলফের কিবা নাক—কিবা চক্ষু—কিবা ভ্রূর টান।

১ দাসী।—কন্যাটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বটে—একটী উৎকৃষ্ট পাত্রে তাহাকে সমর্পণ করে সুখী হউন।

আমির।—তোরা ত সর্ব্বদা তার সঙ্গে থাকিস, বিবাহ বিষয়ে তার কি মত জান্‌তে পেরেছিস্।

১ দাসী।—আপনার কন্যা সে বিষয় কোন আলোচনা করেন না।

আমির।—নানাস্থান হতে সম্বন্ধ এসেছে।

২ দাসী।—ঐ সকল সম্বন্ধের কথা তাঁর নিকট বর্ণন করতে থাক্‌লে, মা! তাঁর মনন জান্‌তে পারা যাবে।

আমির।—তুমি সকল সময়েই সৎপরামর্শ দিয়ে থাক। এ অতি উত্তম উপায় বটে। (প্রথম দাসীর প্রতি) তুমি জুল্‌ফকে ডেকে আন। (তাহার প্রস্থান) আমি বসিয়া থাকি, তুমি বর্ণন করতে থাক।

(জুল্‌ফসহ এক দাসীর প্রবেশ)

মা! বস।

জুলফ।—(বসিয়া) আমাকে স্মরণ করেছেন কেন?

আমির।—এখন তোমার হাসি হাসি মুখখানি দেখ্‌তে বড় সাধ হল,তাই ডাক্‌লেম। এস নিকটে এস (নিকটে আসিলে মুখ চুম্বন করিয়া ২ দাসীর প্রতি) তুমি তখন উপস্থিত ছিলে?

২ দাসী।—কোন সময়ের কথা বলছেন।

আমির।—নবাব সরফরাজ খাঁর পুত্রের সম্বন্ধের কথা যখন সাহেব বলছিলেন।

২দাসী।—ছিলাম বই কি—আর আমি সে দিন গবাক্ষ দিয়ে সেই নবাব পুত্রকে দেখেছি—কুমার যদিও সুন্দর নন, কিন্তু তাঁহাকে কুৎসিত বলা যায় না—তিনি যে স্ত্রীর বশ্যতা স্বীকার করেন, এমন বোধ হয় না। পিতার উদাহরণে পুত্র উৎশৃঙ্খল হয়ে উঠ্‌ছে।

জুলফ।—(স্বগত) সেখান হ'তে সম্বন্ধ করে এল—শেষ দেখি।

আমির।—সে দিন কার সম্বন্ধ লয়ে এসেছিল?

২ দাসী।—নব মন্ত্রীর গুণ ত আমি কিছুই দেখি না। আমোদ প্রিয় কিন্তু সকলে বলে নবাবের উপর অধিকার পেয়েছে আধুনিক বলতে হবে।

জুলফ।—রহিম কুক্কুর! কি বেহায়া! মন্ত্রী হয়েছে বলে আস্পর্দ্ধা দেখ।

আমির।—তুমি হাজী আহম্মদের পুত্রকে দেখেছ।

২ দাসী।—কতবার দেখেছি; আবার যখন দেখি, তখনই যেন নব নব মাধুরী তার মুখ-জ্যোতিতে প্রকাশ পায়। বয়স পূর্ণ যৌবন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রকটিত, তাহাতে সুপরিচ্ছদে সর্ব্বদা কেমন সুন্দর দেখায়।

(জুলফ দাসীর মুখপানে তাকাইয়া আবার নম্রমুখী)

আমির। আর যে কত জায়গা হ'তে সম্বন্ধ আসছে।

জুলফ।—(স্বগত) মাতা হাজী পুত্রকে মনো-নীত করছেন, হাজীও কম ধনী নয়—তবে তা'ই হউক। মুখফুটে বলতে পারি না, (প্রকাশ্যে) আমাকে কেন স্মরণ করেছেন তা'ত বলেন নাই।

আমির।—ওমরা সাহেব তোমার বিবাহের নিমিত্ত ব্যস্ত হয়েছেন।

জুলফ।—আমার মন, নিকটে থেকে চিরকাল

আপনাদের সেবা করি—বিবাহ করে যদি আপনা-দিগকে ত্যাগ কর্‌তে হয়, তবে আমি তাতে সম্মত নই—আমাকে জিজ্ঞাসা করা বৃথা।

আমির।—(২ দাসীর প্রতি) মা আমার এমনি ভক্তিমতী।

২ দাসী।—পিতা মাতা আদেশ কর্‌লে বিবাহ করে তাঁদের চিত্ত সুখী করা অকর্ত্তব্য নয়।

ছুলফ।—পিতা মাতার আদেশ শিরোধার্য্য—(নেপথ্যে ছুলফ বলিয়া আহ্বান) পিতামহী ডাক্‌ছেন।

আমির।—শুন গিয়ে, কেন ডাকছেন।

[ছুলফের প্রস্থান।

২ দাসী।—আপনি লক্ষ্য করেছেন?—

আমির।—তোমার বর্ণনার এমনি শক্তি—যা মনে ক'রে তুমি বলতে আরম্ভ কর, তা কে অবহেলা কর্‌তে পারে?

২ দাসী।—ছুলফন্নেছার মনোভাব জানা গিয়াছে, এক্ষণে আপনাদের যেরূপ মত হয়।

আমির।—এ বিষয়ে কন্যার অভিপ্রায় সফল করা কর্ত্তব্য।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

হাজী আহম্মেদের বাটী। সন্ধ্যাকাল।

হাজী, কাজী ও পারিষদ আসীন।

হাজী।—উমরাও খাঁ মহৎ বংশজাত এবং লোকও ভাল।

পারিষদ।—তাঁর কন্যার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহের প্রস্তাবে তিনি আহ্লাদিত হয়েছেন। ভরসা করেন, আল্লার ইচ্ছায় নির্ব্বিঘ্নে শুভ কর্ম্ম সমাধা হলেই আপনাকে বৈবাহিক বলে কৃতার্থ হবেন।

কাজী।—যিনি আপনার বেয়াইন হবেন শুনেছি, তিনি অতি রসিকা।

হাজী।—আপনাদের পরামর্শে এই প্রস্তাব করা হয়েছে।

কাজী।—পাত্রীটি যেমন সুরূপা বলে খ্যাত তেমনি গুণবতীও বটে। বয়স সম্বন্ধে বরকন্যা অপ্রশস্ত যোটনা হবে না।

হাজী।—বেহারে এই সংবাদ এপর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই; কথা সুস্থির হলেই ভ্রাতার অভিপ্রায় আনন যাবে।

কাজী।—আপনি স্থির করলে তিনি অমত করবেন না—এ সম্বন্ধে অমত করার সম্ভব দেখি না।

হাজী।—যতদূর জানা যায়, এখন বিবাহের আয়োজন আরম্ভ করা যেতে পারে। ফলতঃ আগামী চাঁদে শুভ কর্ম্ম সমাধা করতে হবেই।

কাজী।—জগৎশেঠের পুত্রের বিবাহের আয়োজন বহুদিন হতে হচ্ছে। আপনার বাড়ীর ধুম ততোধিক হওয়া আবশ্যক।

হাজী।—তাহাতে আপনাদের যেমত অভিপ্রায়—কিন্তু জগৎশেঠ মহাধনী।

১ পারিষদ।—উমারাও খাঁ কন্যার মত জেনে সম্মত হয়েছেন।

কাজী।—তথাপি নবাব যখন একটা সম্বন্ধ বলে পাঠিয়েছিলেন, তখন এই বিবাহে তাঁর মত লওয়া ভাল।

হাজী।—জিজ্ঞাসা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রহিমের আলয়। অপরাহ্ণ।

রহিম খাঁ ও করিম খাঁ।

করিম।—তোমার আশার অন্নে ছাই পড়ল।

রহিম।—কন্যাটী নিতান্ত রূপবতী তাকে হৃদয়ে ধারণ করে স্বর্গ সুখ ভোগ করা সহজ ভাগ্য নয়। (স্বগত) তুলফ যে আমাকে ঘৃণা করে, তা' একে জান্‌তে দিব না।

করিম।—আমি তাহার জন্য আশা করতে তোমাকে আর বলি না।

রহিম। তাহাকে না পেলে আমার জীবন অসুখকর হবে। (স্বগত) সে আমাকে বিবাহ করতে সম্মত নহে জানি—কিন্তু আমি তাহাকে বিবাহ করে ঘৃণা করব, লাঞ্ছনা দিব—তখন বুঝবে প্রণয় ঘৃণায় পরিণত করা কি যাতনা।

করিম। হাজী আহম্মেদের পুত্রের জন্য,

তার পিতা আয়োজন আরম্ভ করেছে। মহা সমারোহে উদ্বাহ সম্পন্ন করবে বলে সহর আন্দোলিত হচ্ছে।

রহিম। উমরাও খাঁ কি সম্মতি দিয়েছে—আমাকে অবহেলা করে হাজী পুত্রের জন্য কি অদৃষ্ট প্রসন্ন হল।

করিম। সকল স্থির হয়েছে, বিবাহের দিন পর্য্যন্ত অবধারণ হয়েছে।

রহিম। উমরাও খাঁ অতি মুর্খ, আমা অপেক্ষা কি সৎপাত্র সে আর পাবে? আমার বংশ গৌরব আছে, তাতে আবার আমি নবাবের প্রিয়।

করিম। তোমাকে আমাকে রাজ্যের ওমরারা নূতন বলে তুচ্ছ করে।

রহিম।—উমরাও খাঁর সঙ্গে সকলেই এর ফল ভোগ করবে। এ সুবা আমরাই শাসন করি, তা বুঝি আজও জানে না।

করিম।—নবাবকে বলে শাস্তির উদ্যোগ করবে, ভেবেছ? সে গুড়ে বালি।

রহিম।—তা হলে গুড়শুদ্ধ ত্যাগ করব।

করিম।—তবে কেমন করে ওমরাদিগকে শিক্ষা দেবে—তুমি ঐ কন্যার আশা ত্যাগ কর।

রহিম।—একবার চেষ্টা না করে সহজে ছাড়ব না।

করিম।—তুমি চেষ্টা কর্‌তে ২ সে হাজীর অন্দরস্থ হবে। শুনেছি এ বিবাহ ঐ কন্যার মত নিয়ে হচ্ছে।

রহিম। (স্বগত) তাই বলেছিল, আমার অভিলাষ উচ্চ। আমাকে উপেক্ষা করে হাজীপুত্র উচ্চ। দেখ্‌বে কে বড়। (প্রকাশ্যে) কেবল যৌবনে অগ্রসর হচ্ছে, সে কি জানে?

করিম।—দাসীর মুখে ছোঁড়ার রূপ শুনে নাকি চুলফ পাগল প্রায় হয়েছে। দিন রাত সেই ভাবনা ভাবে, আর মনে করে কবে হাজীপুত্রের সহিত বিবাহ হবে।

রহিম।—আমার অঙ্গসৌষ্টব ত মন্দ নয়। আমিও দাসী পাঠিয়ে নিজ প্রশংসা শুনাব।

করিম।—বালিকার প্রথম বয়সে যা একবার ভাল বলে মনে ধরে, তা কি অন্যথা হয়। সে বালিকাকে তুমি ভুলে যাও।

রহিম।—বরং আমোদ ভুলব, বরং নবাব তোষণ কৌশল ভুলব, বরং নবাবকে ভুলব, তথাপি উমরাও দুহিতাকে ভুলতে পারব না।

করিম।—তবে আপনার মাথা আপনি খাবে। —কি উপায়ে তাকে পাবে।

খোদাবক্স ও আলাবক্সের প্রবেশ।

খোদা।—শুনেছ উমরাও খাঁ কি করেছে?

আলা।—সহরে বড় ধূম লেগেছে। জগৎ শেঠের বাড়ীতে বিবাহ, আবার হাজী নাকি বড় ধুম করে তার পুত্রের বিবাহ দিবে। দিল্লীর প্রধান বাইকে কে আনে, তার আলোচনা হচ্চে।

রহিম।—জগৎশেঠকে পারবে না। হিন্দুর বাড়ীতে ক্রিয়ার ধুম বেশী হয়ে থাকে।

আলা।—হাজী মহমেদ কম কিসে? অর্থ দুইএরি অতুল।

রহিম।—হিন্দুরা উৎসবের অনেক উপায় জানে। তাহারা খরচ অল্প করলেও কত আড়ম্বর দেখায়।

আলা।—রাজ্যের প্রধান প্রধান ওমরারা হাজীর বাড়ীর বিবাহের ধুম বাড়াতে সচেষ্ট হয়েছে।

রহিম।—ওমরাও সাহেব কি করেছে বল্‌ছিলে ?

খোদা।—নবাব নিজ পুত্রের জন্য তাহার কন্যার সম্বন্ধ বলে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ওমরাও খাঁ তাহার কন্যার অনভিমত বুঝে, সে সম্বন্ধ ত্যাগ করে, হাজীপুত্রের সহিত বিবাহ দেওয়া অবধারণে নবাবের অনুমতি চেয়েছিলেন।—শুন্‌ছি নবাব নাকি তাতে মত দিয়েছেন।

করিম।—আমি বলি তুমি সে আশা ত্যাগ কর।

খোদা।—যার নিজের বিষয়, সে যদি উপেক্ষা করে, তবে তোমার আমার কি ? যার বিয়ে তার মনে নাই পাড়াপড়সীর ঘুম নাই।

আলা।—নবাবের অনুমতি হওয়ায় সকল বড় লোকে ঐ বিবাহে উৎসাহিত হয়েছে।—(রহিমের প্রতি) তুমি অত ভাবনা কর কেন।

করিম।—ও কি নবাবের জন্য ভাবতেছে ? ওর নিজের জন্য ঘুম হয় না।

রহিম।—(স্বগত) নবাবপুত্রের জন্য সম্বন্ধ করছিল, নিজের জন্য ত নয় ; তা অনায়াসে ত্যাগ করতে পারে। আমি আপনার জন্য করতেছিলাম,

পরের সুখচেষ্টা অনায়াসে ত্যাগ করা যায়, কিন্তু নিজের সুখ ভোগ ত্যাগ করা সহজ নয়। নবাব ভাবতে পারেন অন্যত্র পুত্রের বিবাহ দিবেন। কিন্তু সেই কন্যারত্নআমি নিজে লব ভেবেছিলাম, আমি পেলাম না—সে সুখ আমার হবে ন।—আমি কেমন করে সে আশা ত্যাগ করব।

আলা।—রহিম! অত ভাবনা কিসের, না হল তুলফ; কত তুলফ পাবে। সহরে বড় ধুম লাগল দিন কত বড় আমোদে যাবে। দিল্লী লক্ষ্ণৌ প্রয়াগ প্রভৃতির বাই এসে আমোদ বাড়াবে। দুই বিবাহের ধুমে রাজ্য আন্দোলিত হবে।

রহিম।—কিন্তু নবাব হয়ে প্রজার জন্য কেমন করে সেই কন্যারত্ন উপেক্ষা করলে।

করিম।—তুমি পাগল হলে নাকি?

রহিম।—নবাব ত এ রাজ্য শাসন করে না; আমরা অভিমত না করলে এ বিবাহ কেমন করে সম্পন্ন হয়।

আলা।—সে কথা ত মিথ্যা নয় নবাব ত নাম মাত্র!

রহিম।—(স্বগত) আগে হাজীকে অপদস্থ

কর্‌ব ; তার চেয়ে বড় হ্‌ব ; তুলফকে দেখাব, তার পর বিবাহ ভঙ্গ কর্‌ব (প্রকাশ্যে) তবে এ বিবাহ কে দেয় ?

আলা।—কেন বর কন্যার পিতায় শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করবে। পরে বাধা দিলে কি হ'তে পারে।

খোদা।—উনি ভাবেন, মনে করলে সবই করতে পারেন। যাহা হউক এ কার্য্যে কণ্টক হওয়া ভাল নয়।

রহিম।—আমি যদি পারি ত তোমারা বাতাস দিয়ে নির্ব্বাণ চেষ্টা করবে না।

করিম।—একটা গোল ঘট্‌লে মন্দ হয় না।

আলা।—দিল্লীর বাই আস্‌লে পর যা করবে করো।

খোদা।—আগে আমোদ গুলি সমাধা করা চাই, পরে যা হয় হবে।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নবাববাড়ীর দরবার গৃহ। প্রাতঃকাল।

রহিম, করিম, খোদা, আলা, উমরাওগণ, দূতগণ, প্রহরীগণ ও নকীব প্রভৃতি উপস্থিত।

খোদা।—দক্ষিণের আসন এত বড় দেখছি কেন?

করিম।—(রহিমের প্রতি) নবাব সরফরাজ খাঁ কি সম্মত হয়েছেন?

রহিম।—এখনি দেখবে; হাজী আসলেই হয়।

রায় রায়াঁর প্রবেশ ও অভিবাদন করত স্ব স্থানে উপবেশন।

করিম।—অমলচাঁদ যেখান কার সেইখানে থাকুক, হিন্দু নইলে রাজস্বের হিসাব হয় না।

রহিম।—আমরা অত কড়া ক্রান্তি বুঝি না; আদায় তহসীল করে, জমা খরচ লেখা, হিসাব দুরস্ত রাখা ওমরার কাজ নয়।

খোদা।—দরবার ভঙ্গে চল নবাবের সঙ্গে আমোদ করা যাক্।

করিম।—আজ এখানে যে কি আমোদ হবে তা তুমি কি বুঝ্‌বে?

খোদা।—দরবারে কি বাইনাচ হবে, না কিছু রং তামাসা হবে।

রহিম।—আজ তোমাকে ভেড়ুয়া সাজিয়ে হাজী বাইকে নাচাব, করিম পেলা দিবে, জগৎশেঠ ও রায় রায়াঁ তাকিয়ে থাক্‌বে।

খোদা।—হাজীকে যদি বাই সাজাতে পার, তবে আমি ভেড়ুয়া হতে রাজি।

রহিম।—তোমাকে ভেড়ুয়া বলি নাই। একটু অপেক্ষা কর, এখানে কি হয় দেখতে পাবে।

খোদা।—পূর্ণ দরবারে হাজীর অপমান হলে আমি কি সুখই পাই। সে আমার কোন অপরাধ করেনি সত্য। কিন্তু সকলে তা'কে বড় বলে।

করিম।—যে দিন হ'তে দ্বিতীয়টা বেহারে গিয়েছে, সেই দিন হ'তে এটার সগর্ব্ব পাদবিক্ষেপ ও আত্মাভিমান আর সহ্য হচ্ছে না।

রহিম।—(স্বগত) হাজী শ্লাঘা করিতে পারে

বংশগৌরব, ধনগৌরব, পদগৌরব, সকলই আছে, আমি তায় হিংসা করি না—কিন্তু—দুল্‌ফ—

জগতশেঠের প্রবেশ। রহিম প্রভৃতি সকলকে অভিবাদন করত নিজ স্থানে উপবেশন।

জগত।—(স্বগত) বস্‌বার বন্দোবস্তের কিছু পরিবর্ত্তন দেখ্‌ছি কেন? আমার পশ্চাতে এ আসন কার? আবার দক্ষিণে ঐ চারিটী আসন কেন? একটী কেবল হাজী মহম্মদের থাকৃত?

করিম।—ঐ দেখ জগতশেঠ তাকিয়ে কি ভাব্‌ছে।

রহিম।—নবাবের আসার সময় হয়েছে। হাজী এখন এল না কেন—

হাজীর প্রবেশ ও অভিবাদন করিয়া স্বস্থানে বসিতে যাইলে

প্রহরী।—মহাশয় অদ্য হ'তে জগৎশেঠের পশ্চাতে ঐ আসনে বসবেন নবাব সরফরাজ খাঁ আদেশ করেছেন। আর দক্ষিণে ঐ আসনে ইহারা বস্‌বেন।

নকিব—জাহাঁপনা নবাব নাজিম বঙ্গাধিরাজ সরফরাজ খাঁ দেওয়ান বাহাদুর কি জয়।

তুরী ও ভেরী বাদন। নবাবের প্রবেশ সকলের সসম্ভ্রমে
উত্থান ও অভিবাদন। নবাব গদীতে বসিলে
দক্ষিণে নবমন্ত্রিগণের উপবেশন। পশ্চাতে
সকলের স্বীয় স্থানে উপবেশন।

হাজী।—জাহাঁপনা যদি ত্রুটি গ্রহণ না করেন, তবে বলি, এ আসন পরিবর্ত্তনের কারণ কি? প্রকাশ্যে অপমান করা কি জাহাঁপনার অভিপ্রেত ছিল, না উহারা ষড়যন্ত্র করে আপনার অনভিপ্রায়ে এরূপ করিতে সাহসী হয়েছে?

নবাব।—খোদাবক্স! হাজী সাহেবকে বল আমি জেনেছি তিনি আমার কেমন হিতকারী! আর বল অদ্য হ'তে এই দরবারে প্রধান মন্ত্রী রহিম, করিম, তুমি ও আলা, হাজী সাহেব পঞ্চম হলেন।

হাজী।—জাহাপনা প্রকাশ্যে এরূপ না করে একবারে আমায় পদচ্যুত করে দরবারে আশা নিষেধ করলে সন্তুষ্ট হতাম। পরোক্ষে বাক্য প্রয়োগ আরও লজ্জাকর।

রহিম।—হাজী সাহেব! অবস্থা চির দিন স্থায়ী নহে। ঘটনা পরিবর্ত্তনশীল। পদ মান সম্ভ্রম

কিছুই চিরদিন এক ভাবে থাকে না। বিশেষ পদস্থগণ বৃদ্ধ হলে যুবাগণের জন্য অবসর গ্রহণ করা উত্তম। ইচ্ছাপূর্ব্বক না হ'লে বল প্রয়োগ অসঙ্গত নহে। জাহাঁপনা অদ্য হ'তে যেরূপ অবধারণ করলেন, তা'তে অসন্তুষ্ট হওয়া আপনার ন্যায় বিজ্ঞের কর্ত্তব্য নয়।

হাজী।—রহিম! আমি তোমাকে লক্ষ্য করে বাক্য প্রয়োগ করি নাই; তোমার বিষাক্ত বাক্য-বাণ আর প্রয়োগ কর না।

নবাব।—হাজী মহম্মেদ! আমি ১৪ বৎসর পূর্ব্বে নবাব হ'তে পারতাম। মাতামহ অভাবে দৌহিত্র অধিকারী হ'তে পারে কিন্তু দৌহিত্রের পিতা কেন নবাব হয়েছিল? আমি এক্ষণে বুঝেছি রহিম স্পষ্ট করে বুঝায়ে দেছে তখন তোমরা দুই ভাই আমার পিতার সহায়তা করে আমাকে বঞ্চিত রেখেছিলে। তিনি পিতা; কিন্তু তুমি আমার—

রহিম।—জাহাঁপনা এ দরবারে—অভিপ্রায় হয় ত রায় রায়াঁকে রাজস্বের অবস্থা ব্যক্ত করতে অনুমতি হ'ক।

নবাব।—উত্তম! অমলচাঁদ রায় রায়াঁ! এক্ষণে

রাজস্বের অবস্থা কিরূপ। দিল্লীর দেয় কতদূর সংগ্রহ হয়েছে।

রায় রায়াঁ।—দেশে হাহাকার রব উঠেছে। স্বর্গীয় নবাবের আমলের শেষে যে জল প্লাবন ও দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তার ফল অদ্যাপি শেষ হয় নাই; জমিদারগণের হিসাব শোধ হয় নাই, সকলেরই বকেয়া বাকী আছে তাহাতে আবার হাল তলব অনেক হল।

নবাব।—দিল্লীশ্বর নাদের সাহার তলপ চিটী এসেছে তাত জান;—সত্বরে সংগ্রহ করে দেও, টাকা পাঠা'তে হবে।

রায় রায়াঁ।—জাহাঁপনার অনুমতি হলে, বাকীদার জমিদারগণকে তলপ দিয়ে, এখানে আনুয়ে, রাজস্ব আদায়ের চেষ্টা কর্‌তে পারি।

নবাব।—(সহাস্যে) আবার কি বৈকুণ্ঠের সৃষ্টি কর্‌বে?

রায় রায়াঁ।—আর বৈকুণ্ঠ প্রস্তুত কর্‌তে হবে না। সে নাম অদ্যাপি স্মরণ আছে। স্বর্গীয় নবাবের কল্যাণে বৈকুণ্ঠ ভোগ হতে সকলেই পরিত্রাণ পেয়েছে। সদরে তলপ হয়েছে, রাজস্ব বাকী

আর থাকবে না, ইহা প্রচার হলেই জমিদারগণকে স্ব স্ব দেয় লয়ে হাজীর হতে হবে।

নবাব।—তবে তাই কর, সত্বরে আদায় করে দিল্লীর রাজস্ব প্রেরণে যত্নশীল হও আর জেন এক্ষণ হতে রহিম খাঁ ফারগ দস্তখত করলে আমার স্বাক্ষর হবে।

নকিব।—(ইঙ্গিত পাইয়া) জাহাঁপানা নবাব নাজিম বঙ্গাধিরাজ সরফরাজ খাঁ দেওয়ান বাহাদুরকি জয়। (সভাভঙ্গ।)

[সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ। সন্ধ্যাকাল।

নাগরিকত্রয়ের প্রবেশ।

১ নাগরিক।—সোনার বাঙ্গালায় নবাব হলো কে না—সরফরাজ খাঁ!

২ নাগরিক।—দেশের যেমন ভাগ্য!

৩ নাগরিক।—এর বাপের আমলে কি সুখেই থাকা গিয়েছিল।

২ নাগ।—বাঙ্গালার অদৃষ্টে কতকাল সুখ থাকৃবে?

১ নাগ।—সুজাউদ্দিন ১৪ বৎসর নবাব থেকে বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন।

২ নাগ।—মুরসিদকুলী খাঁর মত নবাব আর হয় নাই, হবেও না।

৩ নাগ।—সেই বাপের কি এই পুত্র আর সেই মাতামহের কি এই দৌহিত্র?

২ নাগ।—প্রজা সচ্ছল হয়েছিল, ধনধান্যে দেশ পূর্ণ হয়েছিল সচ্ছলে রাজকোষ পূর্ণ হয়ে দিল্লীর দেয় নিয়ম মত প্রেরিত হত।

৩ নাগ।—কেবল ১ বৎসর গত হল, এরি মধ্যে দেশটা ছারখার কর্‌লে।

২ নাগ।—দিনরাত কেবল আমোদ নিয়ে থাক্‌লে কি রাজ্য রক্ষা হয়?

৩ নাগ।—পূর্ব্বের নবাবরা অক্লেশে রাজকর পেত, শত্রু ভয় ছিল না, রাজসৈন্য বাড়িয়েছিল।

২ নাগ।—এ নবাব কেবল অন্দরে সুন্দরীর সংখ্যা বাড়াচ্ছে।

১ নাগ।—আজ দিল্লীর বাইএর তেসরা মজরা হবে।

৩ নাগ।—তাকি তোমরা দেখ্‌তে পাবে?

২ নাগ।—পূর্ব্ব নবাবরা ত সকলকে দেখ্‌তে শুন্‌তে যেতে দিত।

৩ নাগ।—চার জন যে পারিষদ, তারা নাকি সর্ব্বদা নবাবকে আমোদে রত রাখে। নবাব তাদিগে নিয়ে তাদের তোষামোদে তৃপ্ত থাকে।

১ নাগ।—বাই নাকি বড় ভাল গান করে?

২ নাগ—এ আমলে ত কেউ শুন্‌তে পাবেনা।

৩ নাগ।—কে বল্‌ছিল সে বাই নাকি বেগম হবে?

২ নাগ।—সে ত বাই, হতেই পারে;—কত ভদ্রলোকের স্ত্রীকে নিয়ে বেগম কর্‌ল, রাজ্যের ওমরারা তাকিয়ে থাক্‌ল।

৩ নাগ।—পারিষদগুলোর স্বেচ্ছাচার বড়ই বেড়েছে। তারা রাজভাণ্ডারের অর্থ নিয়ে কেবল অপব্যয় কচ্ছে।

১ নাগ।—হবে না কেন? যেমন দেবতা, তার ভূষণ বাহন তেমনি। ঐ আস্‌ছে।

(খোদাবক্স ও আলাবক্সের প্রবেশ)

আলা।—তোমরা কে? দেবতার বাহন নিয়ে কি করছ?

১ নাগ।—আজ্ঞে—এই কিছু না—তবে আপনারা কোথায় গমন করেছেন?

খোদা।—কি বলছিলে?

২ নাগ।—আমরা হিন্দুদের দেবতার বাহনের কথা বল্‌ছিলাম।

আলা।—কি রকম বল দেখি।

২ নাগ।—বায়ুর দেব পবন হরিণে চড়ে যায়।

৩ নাগ।—হাতিশুঁড়ো পেট মোটা ইন্দুরে বেড়ায়।

১ নাগ।—ষাঁড়ে চড়ে শিব সেটা গাজা ভাঙ্গ খায়।

খোদা।—তোমরা এসব কেমন করে জান্‌লে?

১ নাগ।—সেবার রায় রায়ঁদের বাড়ীতে ঐ যে কি পাঠ হয়েছিল।

২ নাগ।—মহাভারত।

১ নাগ।—হাঁ—তাতেই হিন্দুর দেবতার কাহিনী বলেছিল, তাই মনে আছে।

৩ নাগ—মহাশয় গো। একট কথা,(আস্তে)—না।

আলা।—ভয় নাই বল।

১ নাগ।—মহাশয়,ও বলতে সাহস পাচ্ছে না।

খোদা।—তবে তুমিই বল।

১ নাগ।—আজ নাকি মহাশয় দিল্লীর বাইএর গান হবে?

আলা।—তোমরা শুন্‌তে ইচ্ছা কর। (খোদা-বক্সের প্রতি) কি হে তাকি হতে পারে?

খোদা।—তুমি আমি মনে কর্‌লে সবই ঘটাতে পারি। সে দিন কি কারখানাটাই করা গেল।

আলা।—তাত বটে, কিন্তু এরা নাগরিক বইত নয়।

১ নাগ।—আমরা ত আর পল্লিগ্রাম হতে আসি নাই। আচার পদ্ধতি সকলই অবগত আছি। (খোদার প্রতি) তা আপনি—

আলা।—আমি তোমাদিগকে অসভ্য বা ভব্যতা শূন্য বলি নাই, তবে কি না নবাবের মত করা চাই।

১ নাগ।—(খোদার প্রতি) আপনারা সকলই ঘটাতে পারেন।

খোদা।—আমরা মনে করলে নাবাবের মানসাকাশের পূর্ব্বদিকের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় করাতে পারি, দিবসে নৈশ তমঃ বিস্তার করতে পারি আবার তার উষার সুখতারা ডুবাতে পারি।

২ নাগ।—আপনারা থাকায় এ আমলে সকলে কত সুখেই আছে।

(শশীভূষণের প্রবেশ।)

শশী।—(২ নাগরিকার প্রতি) তোমরা কি লয়্যা আলাপ করচো? কি বল্যা এই নি নবাবের আমলে হুকে আচহো?

আলা।—কোথাকার বাঙ্গাল! এ নবাবের আমলে সুখে থাকার কথায় প্রতিবাদ করে।

খোদা।—তোমার পরিচয় কি? কোথায় থাক?

শশী।—আমি না বিদ্যাশী, রাজকরের ইসাব জন্য আসচি—দ্যাশটা উচ্ছন্ন গ্যাল। প্রজাগণ খাজনা দ্যেয় না,নবাবকে তা জানায়্যা নিস্তার কই। কয়জনা পারিষদ আইছে তারা যা বলে নবাব তাই

না করেন। বিজ্ঞ ও পারদর্শীর উপদেশ গ্রাহ্য করেন না। ক্যাবল আমোদে রইছেন।

খোদা।—(আলার প্রতি) এ বেটার আস্পর্দ্ধা দেখছ।

আলা।—এ বেটার কথা শুনে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল।

শশী।—বিটা বিটা করস্ ক্যান্? তোরা বিটা নস্?

খোদা ও আলা।—এর উচিত শাস্তি হওয়া চাই। আমাদের সাক্ষাতে নবাবের নিন্দা করে? (শশীকে প্রহার, নাগরিকগণের তাহাকে মুক্তকরণ)

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রায় রায়াঁর বাটীর সভামণ্ডপ। সন্ধ্যার পর সময়।

বিদ্যাবাগীশ, জমিদারগণ আপনাপন কর্ম্মচারীগণ সহ উপস্থিত।

১ জমিদার।—কএক দিন এসেছি, এ পর্য্যন্ত কার্য্যটী সমাধা করতে পারলাম না।

২ জমিদার।—কত দিন এসেছি, আজও আমার অবস্থা নবাবকে জানাতে পারলাম না।

৩ জমিদার।—রাজকার্য্য করতে নবাবের অবকাশ নাই। আমাদের পক্ষে রায়রায়াঁ যাহা করেন।

১ জমি।—তাই বা কেমন করে বলি। কই ইনি ত সফলকাম হতে পারতেছেন না। পারিষদগুলিকে ভয় করে, এমন যে বিজ্ঞ মহাশয়, ইনিও সঙ্কোচ করছেন।

২ জমি।—যে আমল! আমরা এখানে এসে নিত্য উপস্থিত হতেছি, সকলের তোষামোদ করছি, কিন্তু ওদিকে আপন আপন জমিদারী উৎসন্ন যাচ্ছে।

৩ জমি।—প্রজাগণ রাজস্ব দিচ্ছে না; হিসাবে বাকী পড়েছি; পরিষ্কার করবার জন্য আনীত হয়েছি। দিন দিন কাল গত হতেছে। এখানে বিলম্ব হল, ওদিকে বকেয়া বাকী বেশী হচ্ছে।

রায়রায়াঁ ও তৎসঙ্গে সদারামের প্রবেশ।

সকলে গাত্রোত্থান করিয়া অভ্যর্থনা।

রায়রায়াঁ।—(বসিয়া সকলকে বসিতে অভি-

প্রায় করিয়া) আপনারা সকলে এখানে ভাল আছেন ত ?

১ জমি।—আপনি যেমন রেখেছেন। ভরসা মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল।

রায়রায়াঁ।—রাজ্যের ও আপনাদের কুশলে আমার সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল, তবে ঈশ্বর ইচ্ছায় এক্ষণে সকলই কুশল বল্‌তে হবে।

১ জমি।—মহাশয়! আমার বিষয়ে কিঞ্চিৎ মনোযোগী হয়ে কার্য্যটী সমাধা করে আমাকে উদ্ধার করতে অভিপ্রায় হবে।

২ জমি।—আমি অনেক দিন হতে এখানে আছি, আমার অনুপস্থিতি কাল দীর্ঘ হলে স্বস্থানে গোলযোগ হওয়া অনিশ্চিত নয়।

৩ জমি।—মহাশয়! অনুগ্রহ করে একবার আমার হিসাবটা দৃষ্টি করলে কৃতার্থ হই।

রায়রায়াঁ।—আপনাদের বিষয় পরিষ্কার হওয়া আমার নিতান্ত মানস। আপনাদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ আমোদ আপ্যায়িত যে এক উদ্দেশ্য ছিল, তাহা আপনাদের আগমনেই হয়েছে। এক্ষণে যত সত্বরে পারি, হিসাব পরিষ্কার করছি।

(নেপথ্যে গোলযোগ) কি একটা গোল হচ্চে। সদা, দেখত রে।

[সদার প্রস্থান।

১ জমি।—গোলটা কিসের।

প্রহারিত শশীভূষণ সহ সদা ও চতুর্থ জমিদারের প্রবেশ।

সদা।—(শশীকে লক্ষ্য করিয়া) এঁকে লয়ে ঐ গোল হচ্ছিল।

রায়রায়াঁ।—আপনি কে? কি হয়েছে?

৪ জমি।—আমি পূর্ব্ব দেশের জমিদার। আপনাগো তলপ মত আস্‌চি।

রায়রায়াঁ।—আপনি কবে এখানে এসেছেন? দেশের কুশল? এখানে আসিয়া ত ভাল আছেন?

৪ জমি।—আমি অদ্যই আস্‌চি; দ্যাশের কুশল দ্যাখে আস্‌ছি। এখানে বদ্রলোকের মান থাকে না।

রায়রায়াঁ।—কি হয়েছিল?

৪ জমি।—হশীভুষণ। কি হয়্যাছিল, কও না ক্যান? ইনি আমার হরকার।

শশী।—আমি মশাই হমীপে অগ্রে আসবার

লাগলাম, ঐ না ওহানে কজনা (ইতস্তত তাকাইয়া) কাচাখোলা মুসুলমান হঙ্গে (আবার তকাইয়া) দু বিটা জামা জোড়া পর্য়া মুসুলমান ডারায়্যা আপনগো কতই নিন্দা করচ্চে, আমি না ডার্য্যায়া ক্যাবল কইলাম যে রায়রায়াঁ বাহাদুরের হলা লয়্যা কাম করবার নিমিত্তে স্বর্গীয় নবাব তানগো নবাবকে কয়্যা গ্যাছে। তোমরা যুবা বইত নয়, তানগো বিজ্ঞতার কি জান? এই না কইবায় মশাই, ছোরা দুইটা ত্যালে ব্যাগুণে না জ্বলে উঠ্‌লো, আমাকে কত মন্দ কইল, আমি তথাপি তানগোর সুখ্যাতির চ্যুতি না করায় অবস্থাযে তানগো আমাকে মারচে! উঃ এখন পর্য্যন্ত পিটটা জ্বলবার লাগচে। মুসুলমান বিটাদের হাতের চাপড়ে বড় জ্বালা। ঐ লোকটী না হচক্ষে আমার অবস্থা দেখ্‌চে। মশাইর কাছে বিচার চাই, দুষ্টের দমন কর্য্যা সুখ্যাতি লাভ করুন।

৪ জমি।—স্ত্রীকে মারচে, না আমাকে মারচে বিচার করুন, মশায়!

১ জমি।—মোসলমানে প্রহার করলে তার কি প্রায়শ্চিত্ত আছে?

বিদ্যাবাগীশ।—যবন স্পর্শে প্রায়শ্চিত্ত লেখা আছে ; তা ত প্রহার।

৪ জমি।—তা অইলে হক্কলকেই প্রত্যহ প্রায়শ্চিত্ত করবার লাগে।

রায়রায়াঁ।—অবশ্য বিচার হবে, আপনি তাহাদিগকে চিনেছেন ?

শশি।—আপনার বৃত্য তানগো জ্যান্যাছে, আমি দ্যাখলে চিনবার পারমু।

রায়রা।—তাহারা কে রে সদা ?

সদা।—খোদাবক্স ও আলাবক্স মন্ত্রিদ্বয়।

রায়রায়াঁ।—(গম্ভীরভাবে) আপনি স্বর্গীয় নবাবের মৃত্যুকালের পরামর্শ উল্লেখ করায় আধুনিক মন্ত্রিদ্বয় কর্ত্তৃক প্রহারিত হয়েছেন। নবাব ইহাদিগকে প্রশ্রয় দিয়া কি অনিষ্ট কর্‌ছেন। নিজে দিন রাত আমোদে অতিপাত করেন ; রাজ্যের সমুদায় আমাকে দেখতে হবে, তাতে এরা যে দাম্ভিক হয়ে উঠেছে, তাহা বলা যায় না।

বিদ্যাবা।—আপনি যথার্থই উক্তি করেছেন। পারিষদ বেটাদের বড় বাড় হয়েছে ; তারা ধনী

মানীর মান রাখে না, ভদ্রের কুৎসা করে, পৃথিবীকে সরা খানা জ্ঞান করে।

রায়রায়াঁ।—ইহাদের ফল দিতে হবে—আপনি অভিযোগ করতে সম্মত আছেন?

৪ জমি।—যখন মারটা খ্যালে, হকল লোকে দ্যাখল, তখন নালিস করার বয় কি?

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাজীর বিচারালয়। অপরাহ্ণ।

কাজী, আসামী, ফরিয়াদী, সাক্ষী চতুর্থ জমিদার প্রভৃতি উপস্থিত।

কাজি।—(শশিভূষণের প্রতি) তোমার কি নালিস?

শশিভূষণ।—এই দুই মশাই না আমায় মারচেন, তার বিচার চাই।

কাজি।—তোমার সাক্ষী আছে ?

শশি।—সদারাম দাস হামার হাক্ষী হাজীর আছে আর অনেকে দ্যাখছে, তাদের চিনি না।

খোদা।—কখন তোমাকে প্রহার করি বলছো? তখন তুমি কি করছিলে ?

শশি।—আমি রায়রায়াঁর বাড়ী যাইবার লাগছিলাম।

খোদা।—তুমি কি এই সহরে এই প্রথম এসেছ?

শশি।—আর কহন আসি নাই।

খোদা।—তবে আমাদিগকে পূর্ব্বে চিনতে না।

শশি।—ঐ দিন পইলা দ্যাখছি।

খোদা।—তোমার সহিত আমাদের কোন বিবাদ ছিল ?

শশি।—না।

খোদা।—তবে কি জন্য মেরেছিলাম বলছ ?

শশি।—আমি না রায়রায়াঁর প্রশংসা করছিলাম, তাই মারছিলেন।

খোদা।—কি বলে তাঁর সুখ্যাতি করছিলে ?

শশি।—তানগো হকল কাম করেন, নবাব কিছুই দ্যাখেন না।

খোদা।—ইহাতে তোমাকে মারার কি কারণ হলো।

শশি।—তা নি আপনারাই জানেন।

খোদা।—নবাবের আর কোন নিন্দা করেছিলে।

কাজি।—তবে আপনারা কি সেখানে উপস্থিত ছিলেন?

খোদা।—এই ব্যক্তি আমাদিগকে না চিনে আমাদের সাক্ষাতে নবাবের নিন্দা করছিল, তাহা নবাবের কর্ণগোচর হলে অনিষ্ট হবার আশঙ্কায় আমরা ইহাকে প্রহার করেছি বলে এই মিথ্যা নালিস করেছে।

কাজি।—আর কি জিজ্ঞাসা করবেন? কাফের নবাবের নিন্দা করে।

আলা।—বর্ত্তমান নবাবের সম্বন্ধে এ যে সকল উক্তি করিয়াছিল, তাহা অবক্তব্য ও অশ্রাব্য।

খোদা।—তোমার সাক্ষী রায়রায়াঁর ভৃত্য বটে।

শশি।—জ্যান্মাচি তা বটে।

কাজি।—আর প্রমাণ লয়ে কি হবে? আপনারা বল্‌ছেন, ইহাকে প্রহার করেন নাই। (শশির প্রতি) তোমার গাত্রে প্রহারের কোন দাগ আছে?

শশি।—না।

কাজি।—তোমাকে যখন মেরেছে তাহা কে দেখেছে।

শশি।—চার জনা লোকে দ্যাখ্‌ছে। তানগো চিনি না।

কাজি।—কে চেনে?

শশি।—হদারাম চিনবার পারে।

কাজি।—চিনতে পারে? (স্বগত) ইহার মধ্যে রায়রায়াঁ আছে, একটু তদন্ত করতেও হবে, আবার নবাবের নিন্দা লয়ে আলোচনা করা তাই বা কেমন করে হয়? (প্রকাশ্যে) সদারাম কোথায়?

সদারাম।—আমি এই উপস্থিত আছি।

কাজি।—এই ব্যক্তিকে কে মেরেছে দেখিয়াছ?

সদা।—আমি মারতে দেখি নাই। আমি যেয়ে ইহাকে ও মন্ত্রিদ্বয়কে দেখেছিলাম।

কাজি।—সেখানে তুমি আর কাহাকে দেখেছিলে?

সদা।—আর কাহাকে উপস্থিত দেখি নাই, জন কএক চলে যাচ্ছিল।

কাজি।—তুমি তাহাদিগকে চিনেছিলে?

সদা।—না।

কাজি।—তোমাকে যে তাহারা মারে নাই, তাহা কেমনে বিশ্বাস করব।

শশি।—ইহারাই না মারচেন, আর কার গাড়ের উপর মাথা যে আমার গাত্রে হাত তুলে?

কাজি।—(স্বগত) ঠিক বিচার হয়েছে। এ ব্যক্তি প্রহারিত হয়েছে। নবমন্ত্রিদ্বয় যে ইহাকে মেরেছে, তাহা অবধারণ করতে পারি না—ইহাদের শাস্তি করলে নবাব অসন্তুষ্ট হবেন—তবে অজানিত ঐ কএক জনায় ইহাকে মেরেছে প্রকাশ করি, রায়রায়াঁ তা হলে কোন দোষ ধরতে পারবেন। না আমি না হলে কি বিচার হয়? (প্রকাশ্যে) ইহাদের উপর তোমার অভিযোগ মিথ্যা।

খোদা ও আলা।—হশিভূষণ সেলাম।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নবাব বাড়ীর প্রকোষ্ঠ। অপরাহ্ণ।

নবাব, রহিম ও করিম আসীন।

রহিম।—বিবাহ সভায় জাহাঁপনার শুভগমন হবে?

নবাব।—হাজী আহম্মেদ স্বয়ং এসে নিমন্ত্রণ করেছে, তাহাতে একপ্রকার কুটুম্বও বটে।

রহিম।—সে হজুরের যে প্রকার সুহৃদ তা যাইয়া মান বাড়ান কর্ত্তব্য বটে। জাহাঁপনা কি মনে করেন, সে দিন দরবারে যে অপমান পেয়েছে, হাজী তাহা ভুলে আপনার হিতে ব্রতী আছে?

নবাব।—আমি তিলার্দ্ধকাল জন্য তাহা ভাবি না;—তবে কিনা এত ধূমের বিবাহ—আমার যাওয়াটা কি ভাল হয় না?

রহিম।—যখন ঐ বিবাহে সম্মতি দিয়াছেন, তখন যাবেন বই কি—যাহা হয়েছে তার—

নবাব।—আমি সম্মতি দিয়াছি বলে তুমি বিষণ্ণ হচ্ছ কেন? করিম তুমিও নীরব কেন?

রহিম।—জাহাঁপনার আদেশ হয় ত বল্‌তে সাহসী হই।

নবাব।—আমি সর্ব্বদা তোমাদের উপর প্রসন্ন; বিষণ্ণ হওয়ার কারণ কি আমার সাক্ষাতে প্রকাশ কর।

রহিম।—ত্রুটী লবেন না, বা অপরাধ হলে মার্জ্জনা কর্‌বেন—কন্যাটী বড় সুন্দরী।

নবাব।—কন্যাটী রূপবতী শুনেছি, কিন্তু গর্ব্বিতা—আমার পুত্রের জন্য সম্বন্ধ বলিয়া পাঠায়ে ছিলাম, তাতে শ্লাঘা মনে না করে তার পিতা বলেছে কি, তা শুনেছ?

রহিম।—আজ্ঞে, কি?

নবাব।—বলে তার কন্যা বয়স্থা; তার ইচ্ছার প্রতিকূলে বিবাহ দিতে তার অধিকার নাই; আমাকে সরা স্মরণ করায়ে নীরব করেছে।

রহিম।—কিন্তু, জাহাঁপনা! আপনি তাহাতে ক্ষান্ত হয়ে—

নবাব।—উমরাও খাঁর কন্যার জন্য আমি

আর বিন্দু মাত্র চিন্তা করি নাই। আমার পুত্রের বিবাহ কাল ত গত হয় নাই। পৃথিবীতে সুন্দরীরও অপ্রতুল নাই। ঐ যে জগৎশেঠ পৃথিবী খুজে কন্যা আনিল।

করিম।—(রহিমকে লক্ষ্য করিয়া) নিকটের রত্ন উপেক্ষা করে দূরে অনুসন্ধান করা কি উচিত হয়?

রহিম।—আমি উমরাও দুহিতার জন্য বল্‌ছি না।

নবাব।—তবে তুমি কি ভেবে বল্‌ছ?

রহিম।—আপনি অনুমতি করে অভয় দিয়েছেন।

নবাব।—অত ভাবনা কর্‌তে হবে না, কি ভাবছ বল?

রহিম।—একটী রূপ গর্ব্বিতা বালিকার নিকট নবাব সরফরাজের পুত্র অপেক্ষা হাজীর পুত্র সৌভাগ্যশালী হবে। নগরে, দেশে, রাজ্যমধ্যে ঘোষণা হবে যে, নবাব সরফরাজ খাঁ স্বীয় পুত্রের বিবাহ দিতে উদ্যোগী হয়ে কন্যা পাইল না।—উমরাও খাঁ তাহাকে বৈবাহিক উপেক্ষা করে হাজীকে বৈবাহিক বলা শ্লাঘা মনে কর্‌ল—আমি

এই অপবাদ মনে কর্‌ছি। জাহাঁপনার যেমন অভিপ্রায়।

নবাব।—তবে তুমি কি কর্‌তে বল ?

রহিম।—যাহাতে ঐ বিবাহ না হয়, এমত করুন।

নবাব।—একবার অনুমতি দিয়ে আবার বারণ কর্‌ব কি প্রকারে ?—আর আমি সেই কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত নই।

রহিম।—জাহাপনার আবার কি মনে হল।

নবাব।—যে অভিমানিনী একবার আমার পুত্রকে উপেক্ষা কর্‌ল, তাহাকে তাহার সহচারিণী করা কি ভাল ? যদি আমার পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিব না, তবে যাহার সঙ্গে হক্ না আমার তাতে ক্ষতি কি ?

রহিম।—সকলের নিকট নবাব সরফরাজ অপেক্ষা হাজী বড় হক্ না, তাতেই বা কি ক্ষতি ? (স্বগত) নবাব পুত্রের সহিত বিবাহ না দেয়, সেইত মঙ্গল।

নবাব।—এ বিবাহ যাহাতে না হয়, তবে তাহাই হউক।

রহিম ও করিম।—জাহাঁপনার জয়। (তিনজনে মন্ত্রণা)

নবাব।—ভাল, ঐ প্রকারে যেন ঐ বিবাহপণ্ড করলে। তারপর কন্যা লয়ে কি হবে?

করিম।—(রহিমের প্রতি) জাহাঁপনার নিকট গোপনে প্রয়োজন কি।

রহিম।—তাহা ঘট্‌লে, তাহাতে জাহাঁপনার যেমন অভিপ্রায় হয়। আমি অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী, প্রার্থনা করলে আর হজুরের অভিপ্রায় হলে—

নবাব।—বুঝেছি,—পত্র লেখ। (লিখিত পত্রে স্বাক্ষর মোহর করত দিয়া) লইয়া যাও।

[প্রস্থান।

রহিম।—তুমি অগ্রে উমরাও বাড়ী বিবাহ সভায় যাবে?

করিম।—ধন্য তোমার কৌশল।

রহিম।—(স্বগত) আগে ত এই বিবাহ ভঙ্গ করি, তার পর—তার পর দেখব, গর্ব্বিতা আমায় ভজে কি না,তখন তার আস্পর্দ্ধা কোথায় থাকবে?

চতুর্থ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

উমরাও খাঁর বাড়ী—বিবাহ-সভা। রাত্রিকাল।

হাজী আহাম্মদ প্রভৃতি বরযাত্রিগণ পক্ষান্তরে উমরাওখাঁ আদি কন্যাপক্ষীয়গণ ও পর্দ্দার মধ্যে কন্যা ও স্ত্রী মণ্ডলী উপস্থিত।

হাজী।—সময় হয়েছে; কাজী সাহেব কেন এখনও আসিলেন না?

উমরাও।—তাঁহার নিকট লোক পাঠান হয়েছিল, তিনি সত্বরে আস্‌বেন, বলেছেন।

১ পারিষদ।—এখানে সকলেই উপস্থিত ও প্রস্তুত, কেবল তাঁহার জন্য বিলম্ব।

হাজী।—আর একজন দূত প্রেরিত হউক। সত্বরে তাঁহাকে এখানে লয়ে আসুক।

দূতের প্রস্থান।

আর সকলেই এসেছেন, কেবল নবমন্ত্রিচতুষ্টয় এখনও আসেন নাই।

জনেক অশ্বারোহীর প্রবেশ।

অশ্বারোহী।—তাঁহারা রওনা হয়েছেন। আমি অগ্রে সংবাদ দিতে প্রেরিত হয়ে দ্রুত এসেছি।

হাজী।—এত ব্যস্ত হওয়ার কারণ ছিল না।

কোরাণ লইয়া কাজীর প্রবেশ।

আপনার বিলম্ব হয়েছে। আপনার প্রতীক্ষায় আমরা বসে আছি।

কাজী।—আসবার নিমিত্ত যাত্রা কর্‌লে, রহিম খাঁ এসে আলাপ আরম্ভ কর্‌লেন। তিনিও আস্‌ছেন।

হাজী।—(উমরাও খাঁর প্রতি) এক্ষণে কার্য্য আরম্ভ কর্‌লে হয়।

উমরাও।—মন্ত্রিগণ আস্‌ছেন। জনেক দূত পাঠিয়ে কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করলে হইতে পারে।

১ পারিষদ।—(অপরের প্রতি) মন্ত্রিগণের এখন না আসার কারণ কি, ঐ যে শুন নাই অপরাহ্ণে রহিমের সহিত নবাব কি পরামর্শ করেছেন।

২ পারিষদ।—হাজীর পুত্রের বিবাহে নবাবের আগমন হল না, তারই বা কারণ কি ?

১ পারিষদ।—এ ঘটনার কিছুই জানা যায় না।

২ পারিষদ।—উমরাও খাঁ বলেন নবাব প্রফুল্ল হয়ে এ বিবাহে অনুমতি দিয়েছেন।

করিমখাঁ, খোদাবক্স, ও আলাবক্সের প্রবেশ ও পরস্পর অভিবাদন।

হাজী।—রহিম খাঁর বিলম্ব কেন?

করিম।—তিনি আসছেন। দেখছি সকলই প্রস্তুত। তিনি বলেছেন তাঁহার জন্য অপেক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন।

হাজী।—উমরও খাঁ তবে শুভকর্ম্ম এক্ষণ আরম্ভ হইতে পারে।

উমরাও।—সভাস্থ সকলের অভিপ্রায় হলেই হয়। (সকলে অনুমোদন করিলে উকীল ও সাক্ষী নির্ব্বাচন হইল। কন্যার উকীল সাক্ষী সহ পর্দ্দার নিকটাভিমুখী হইলে নেপথ্যে অশ্বরব ও সৈন্য সমূহ সহ রহিমের প্রবেশ। ও উকীলের নিকট যাইয়া—

রহিম।—আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

উকীল।—উমরাও খাঁর কন্যার নিকট; হাজী আহম্মদের পুত্রের সঙ্গে বিবাহের অনুমতি লইতে।

রহিম।—যদি এই তরবারিতে আপনার ভয়

না হয়, তবে অগ্রসর হউন। উমরাও খাঁ! এ বিবাহ হইবে না। হাজী আহম্মেদ! আপনি পাত্র লয়ে বাটী গমন করুন। এ বিবাহের আশা ত্যাগ করুন। কাজী সাহেব! আপনি কোরাণ বাঁধিয়া রাখুন ও নবাবের আদেশে এ বাটী ত্যাগ করে এখনি গমন করুন্।

হাজী।—তুমি কার হুকুমে এখন এসে শুভ কর্ম্মে ব্যাঘাত করছ।

রহিম।—ভেবেছিস নিজ পুত্রের সহিত এই কন্যারত্নের বিবাহ দিবি—সভাস্থ সকলে এই আদেশ দৃষ্টি করুন। নবাব সরফরাজ খাঁ আদেশ করেন "যে এই বিবাহ দিবে বা যে এই বিবাহ-সভায় উপস্থিত থাক্‌বে, তার জীবন দণ্ডার্হ হবে।" তিনি এই কন্যাকে এই মুহুর্ত্তে লইয়া যাইতে আদেশ করেছেন। (উমরাওখাঁর প্রতি) যদি আপনি এখনি কন্যাকে আমার সঙ্গে পাঠায়ে না দেন, তবে আমার বাহুতে বল আছে ও নবাব সৈন্য সজ্জিত রয়েছে কন্যা অপহৃত হইবে।

উমরাও।—হাজী আহম্মদের পুত্রের নিমিত্ত বিবাহ স্থির রয়েছে। নবাব অনুমতি করেছেন আবার—

রহিম।—বাহক শিবিকা আনয়ন কর ও কন্যাকে আপাততঃ নবাব বাড়ীতে লয়ে যাও। সৈন্যগণ! সাবধান। যিনি আপত্তি করবেন বা ব্যাঘাত জন্মাইবেন, তাঁহার মস্তক দেহ হইতে পৃথক করিতে দ্বিধা করিবে না।

উমরাও খাঁর কন্যা লইয়া বাহকগণ ও সৈন্যগণের সহিত মন্ত্রিচতুষ্টয়ের প্রস্থান ও সভা ভঙ্গে সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নবাব বাড়ীর অন্দর। অপরাহ্ন।

নবাব ও বেগম আসীন।

বেগম।—জুল্‌ফন্নেছা বড় সুন্দরী ও নব-যৌবনা।

নবাব।—মনের কথা কি বল।

বেগম।—(সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া) নাথ! আমার একটী বাসনা হচ্ছে, কিন্তু বল্‌তে পারছি না।

নবাব।—কি বল।

বেগম।—যদি অভয় দান করেন, তবে সাহসী হই।

নবাব।—বাসনা কি হলো।

বেগম।—কুমারের সহিত ডুলফের বিবাহ দিই।

নবাব।—তাহা হতে পারে না।

বেগম।—কেন বাধা কি? আপনি ত সম্বন্ধ করে পাঠায়েছিলেন।

নবাব।—উমরাও খাঁ তখন সম্মত হলে হ'ত, এখন হতে পারে না।

বেগম।—ডুলফ কুমারের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী।

নবাব।—আমি রহিমের নিকটে অঙ্গীকার করেছি, ডুলফ তাহার হবে তুমি ও কথা তুল না।

বেগম।—কুমারও ডুলফকে দেখে অবধি কেমন হয়েছে।

নবাব।—আমি আবার বলছি, তাহা হবে না।

বেগম।—তারা কেন তবে প্রণয় করে। জানিলাম পৃথিবীতে প্রণয়ের গতি সরল নহে। পিতা পুত্রের প্রণয়ের প্রতিবন্ধক, মাতা দুহিতার প্রণয়ের শত্রু;—নতুবা ডুলফের কেন হাজী পুত্রের সহিত সম্বন্ধ হবে?

নবাব।—(উচ্চৈস্বরে রাগভরে) আর কোন কথা থাকে ত বল, ভুল্‌ফের কথা আমার কাছে বল না কুমার দেলমহম্মদের সহিত বিবাহ দিব না।

বেগম।—তবে ওঘরে যাইয়া তাদের বারণ করি।

নবাব।—(সেইস্বরে) তারা কি একত্র হয়েচে।

বেগম।—স্বামিন। ভিক্ষা দাও, উন্মুখ প্রণয়ের গতি রোধ কর্‌বেন না চিরকালের জন্য কুমার কুমারীকে অসুখী কর্‌বেন না।

নবাব।—আমি অপ্রতিভ হতে পারি না। কেমন করে আবার অস্বীকার কর্‌ব?

বেগম।—ভালবাসা স্বর্গীয় সুখ তাহাতে উভয়কে বঞ্চিত করবেন না, (পদ ধারণপূর্ব্বক) নাথ। সম্মতি দিয়া শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করুন, যদি হাজীর পুত্রের সহিত বিবাহ ভঙ্গ করলেন তবে নিজ পুত্রের সহিত বিবাহ দিতে আজ্ঞা করুন, অপাত্রে কন্যারত্ন অর্পণ করবেন না।

নবাব।—(রাগভরে গভীরগর্জ্জনে) রহিম অপাত্র —(বলপূর্ব্বক পা টানিয়া লইয়া) কই দেখিগে তারা কি করছে, এখনি সকল ভঙ্গ কর্‌ব। (দ্বারে আঘাত)।

বেগম।—দ্বার মুক্ত আছে (দ্বারউদ্‌ঘাটন)।

নবাব।—তারা কোন্ ঘরে আছে।

বেগম।—কক্ষান্তরে ছিল জানি—জাহাপনা দাসীকে ভিক্ষা দিয়া কথা রেখে মান বাড়ান—তুলফ চিরকাল কুমারকে স্বামী বলে জানে (সরোদনে) আমি হতভাগিনী স্বামী সোহাগে বঞ্চিতা, আপনি আমার কথা রাখবেন কেন—রহিমকে অনুপযুক্ত বলা আমার অভিপ্রেত নয়, সে সুযোগ্য হক্, বুদ্ধিমান হক্, আমি তার সহিত তুলনা করি না।

নবাব।—তারা কোথায় আছে?—(নেপথ্যে দেলমহম্মদের শব্দ) দ্বার খোল্ ও ঘরে কি করিস্ (দ্বিতীয় দ্বার উদ্‌ঘাটন দেলমহম্মদ ও তুলফ সলজ্জভাবে সরিয়া উপস্থিত।

বেগম।—(সরোদনে) জাহাপনা এ বিবাহ হলে কেমন হয় কুমার কুমারী বয়সে, রূপে, গুণে তুল্য; সামান্য অঙ্গীকার-চ্যুতি—নিমিত্তক—সঙ্কোচে ইহাদিগকে চিরকাল অসুখী করবেন? দেখ দেখি কেমন যোগ্য যোগ্যায় মিলন।

নবাব।—তুমি এ সংকল্প কেন করলে (বেগমের প্রতি) (তুলফন্নেছাকে দর্শন)।

বেগম। এ প্রস্ফুটিত কুসুম অপরে লবে, তুলফ সুন্দরীকূলের গৌরব।

নবাব।—(নম্রভাবে) দেখ আমি যাকে ভাল বাসি সে পাবে।

বেগম। কুমার জাহাপনার প্রিয় নয় আমি আপনার নিকট তুচ্ছ (সরোদনে) স্ত্রী পুত্র অপেক্ষা রহিমকে আদর করা আপনার কর্ত্তব্য আমি আর কি বলব কি কর্‌ব।

নবাব।—(স্বগত) কি করি, রহিমের নিকট যে অঙ্গীকার করেছি।

বেগম।—(নবাবকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া) স্বামিন্! আশা পূর্ণ করুন, মনোবাঞ্ছা সফল করুন, উপরোধ রক্ষা করুন, বিবাহের অনুমতি করুন, সত্বরে শুভ-কর্ম্ম সম্পন্ন হওয়ার আদেশ করুন।

নবাব।—রহিম কি মনে কর্‌বে,

বেগম।—কুমার কুমারী প্রণয়-বিহ্বল। শুভকর্ম্মে অনুমতি কর্‌তে বিলম্ব করে আর কেন যাতনা বৃদ্ধি করেন? রহিম কি করতে পারে? জাহাঁপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই সঙ্গত।

নবাব।—বেগম! তোমার বাসনা পূর্ণ হবে।

(কুমার ও কুমারীর প্রতি) তোমাদের বিবাহ হইবে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

জগৎশেঠের সভাগৃহ। প্রাতঃকাল।

জগৎশেঠ, পরিকরগণ, সভাপণ্ডিত, অধ্যাপক,
পুরোহিত প্রভৃতি উপস্থিত।

পুরোহিত।—শুভকর্ম্ম সুনির্ব্বাহ হল। দেবতাদের আশীর্ব্বাদে বর কন্যা দীর্ঘজীবী হন্।—

জগৎ।—আপনাদের আশীর্ব্বাদে সর্ব্বমঙ্গল ঘটে থাকে।

১ পরিকর।—মুসলমানেরা দেব উদ্দেশে এক-কড়ারও ঘৃত দেয় না—বিনা হোমে দেব তুষ্ট নহেন, সুতরাং শুভকর্ম্মে তাহাদের ব্যাঘাত হয়।

সভাপণ্ডিত।—দেবগণ হোমের ঘৃতাহুতিতে তুষ্ট থাকেন।

পুরোহিত।—ব্রাহ্মণ সজ্জন যে দান পেয়েছেন,

অধ্যাপক।—দরিদ্র দুঃখীগণ যে অর্থ পেয়ে আশীর্ব্বাদ করছে,

সভাপণ্ডিত।—যে সকল মঙ্গলদায়ক ও শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়েছে,

পুরোহিত।—তাহাতে কর্ত্তার ও পবিবারের সর্ব্বকুশল ঘটবে বই কি?

১ পরিকর।—হাজী বড় অপ্রতিভ হয়েছিলেন। শুনেছি ক্রোধে তিনি বাক্য হারিয়েছিলেন!

২ পরিকর।—রহিম বড় তেজের সহিত হাজীর অপমান করেছিল।

পুরোহিত।—ষড়যন্ত্র করেছিল। বিবাহ হয় আরকি একমুহূর্ত্ত বিলম্ব হলে কাজী মন্ত্র পড়ায়ে সারত।

১ পরিকর।—কাজীর সাধ্য ছিল না যে, সে রহিম খাঁর আসার পূর্ব্বে কিছু করত। শুনা যায় নবাব তাকে বারণ করে পাঠিয়েছিলেন।

অধ্যাপক।—সকল আমোদ সকল উদ্যোগ পণ্ড করেছিল।

পুরোহিত।—যবনেরা যেমন দেবতা মানে না, তেমনি দেখাইল দৈবশক্তিকে কার্য্য নষ্ট হয় কি না।

জগৎশেঠ।—আগত পণ্ডিতগণ বিদায় পেয়েছেন? সকলের সম্মান করা হয়েছে?

১ পরিকর।—নানা-দিক্ দেশাগত ব্রাহ্মণগণ যথাযোগ্য অর্থ প্রাপ্ত হয়ে দুই হাত তুলে মহারাজের জয় কামনা করে আশীর্ব্বাদ কর্‌তে কর্‌তে প্রত্যাগত হচ্ছেন,—দীনদুঃখী অজস্র দান পেয়ে কল্যাণ করছে,—সকলেই মহারাজের ধনলক্ষ্মী চিরস্থির হন বল্‌ছে।

আলাবক্সের প্রবেশ।

আলা।—(অভ্যর্থনান্তে বসিয়া জগৎশেঠের প্রতি) শুভকর্ম্ম সুসমাধা হয়েছে।

জগৎ।—দেবতার অনুগ্রহে অনুষ্ঠিত কার্য্য সমাপ্ত হয়েছে।

আলা।—পাত্রীটী পরমাসুন্দরী। বহুদিন হতে বহুস্থান যেমন অন্বেষণ করতেছিলেন, তেমনি যা হ'ক সুরূপা কন্যা সংগ্রহ করেছেন।

জগৎ।—দেব সানুকূল ছিলেন বলে প্রজাপতির নির্ব্বন্ধে এ ঘটনা হয়েছে।

আলা।—নবাব সাহেব অপনার বধুর কথা শুনে অত্যন্ত প্রীত হয়েছেন।

জগৎ।—সে কেবল আমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ।

আলা।—তবে নবাব সরফরাজ খাঁর একটী অনুরোধ বলে পাঠিয়েছেন—বহুযত্নে সংগৃহীত নানা আয়াসলব্ধ কন্যারত্ন আপনার প্রিয়দর্শন পুত্র-বধূকে দেখবার অভিপ্রায় করে আপনার সম্মতি চেয়েছেন, তাঁহার রূপলাবণ্যের যে সুখ্যাতি সহরে প্রচারিত হয়েছে তাহাতে আপনার ঐ বিখ্যাত-নাম্নী বধূকে তিনি একবার দর্শন করে কৃতার্থ হবার কামনায় মনোগত জ্ঞাপন করে পাঠিয়েছেন। তৎ-সম্বন্ধে আপনার অভিমত জান্‌তে আমি প্রেরিত হয়ে এসেছি। তিনি স্বয়ংই আস্‌তে ছিলেন; কিন্তু অগ্রে আপনার সম্মতি গ্রহণ করা আবশ্যক বিবেচনা করে আমাকে পাঠিয়ে স্বয়ং প্রত্যুত্তর প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত রয়েছেন। সত্বরে অভিপ্রায় প্রকাশ করে তাঁর তুষ্টি সাধন করুন।

জগৎ।—নবাব সাহেবের হঠাৎ এরূপ কামনা কেন হল? (স্বগত) জাতি মান ডুবাইল পূর্ব্বগত

কোন নবাব এরূপ আচরণ করে নাই। জগৎশেঠের বংশের কোন ললনা ম্লেচ্ছ নয়নের পথিক হয় নাই। নবাব প্রধান মুরশিদকুলী খাঁর বংশে কি কুলাঙ্গার জন্মিল। সহরের কাহার মান সম্ভ্রম বজায় থাকে না যে। দেখি কতদূর পর্য্যন্ত দৌড়। (প্রকাশ্যে) হিন্দু সম্ভ্রান্ত পরিবারের অন্দরের বিশুদ্ধতা লোভ করা কি নবাবোচিত কর্ম্ম হচ্ছে।

আলা।—কেবল নববিবাহিতা কন্যা, তাহাতে বালিকা; নবাব সাহেব দেখতে চেয়েছেন তাতে আপনার শ্লাঘা বই অন্য কি হতে পারে?

জগৎ।—(স্বগত) না দেখতে চাইলে অমঙ্গল ছিল না—আমাকে ভুলাইতে চায় (প্রকাশ্যে) আমি গৌরব মনে করি না। মন্ত্রিসাহেব আমি অসম্মত হলে নবাব সাহেব কি করবেন?

আলা।—তাহা আমি জানি না। আপনি যে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করবেন, নবাব তাহা ভাবেন নাই—অপনার সহিত নবাব বাড়ীর যে সম্বন্ধ, বিশেষতঃ বর্ত্তমান জাহাপনা আপনাকে যে সম্মান করেন তাহাতে তাঁহার এই সঙ্গত কামনা আপনি যে ব্যর্থ করবেন নবাব তাহা চিন্তা করিয়া উঠতে

পারেন নাই। তিনি বুঝিতে পেরেছেন, আপনার বধূকে দেখতে চাওয়ায় রাজ্যমধ্যে আপনার অত্যুচ্চ সম্ভ্রম আর বাড়ান হবে।

জগৎ।—আপনি আমার হয়ে যেয়ে নবাব সাহেবকে বুঝায়ে বল্‌বেন যে আমাদের আচার ও প্রচলিত প্রথার বশবর্ত্তী হয়ে আমি এই বিষয়ে তাঁহার অনভিমত আচরণ করতে বাধ্য হচ্ছি। (স্বগত) জগৎশেঠের বংশগতা, নববিবাহিতা, কূল-বধূকে নবাব ম্লেচ্ছ দেখবে, কি লজ্জা—আমার আলয়ে কূলবধুকে সূর্য্য দেখতে পায় না। (প্রকাশ্যে) নবাব সাহেবকে আমার অভিবাদন জানায়ে তাঁহাকে আমার হয়ে আপনি ক্ষান্ত করবেন।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পাটনা। আলিবর্দ্দীর আলয়। অপরাহ্ণ

আলিবর্দ্দী একাকী আসীন।

আলিবর্দ্দী।—(স্বগত) সুজাউদ্দিন খাঁর মৃত্যুকালে আমি সহরে না থাকায় ইহা ঘটেছে। সরফরাজকে কে না জানে? তখন তথায় থেকে চেষ্টা করলে ঐ সুবা আর কে পেত? আমার বাল্যকালে গণকে বলেছিল আমি সুবাদার হব—ভ্রাতার হাতে হাতে নিজ পুত্রকে সমর্পণ করে গেল—ভ্রাতা তখন তাহাকে পালন করার প্রতিজ্ঞা করেছেন বলে, এখন অগ্রসর হচ্ছেন কিন্তু সঙ্কোচ করছেন। আর রাজ্যের জগৎশেঠকে ও অমলচাঁদকেও ঐরূপে বাধ্য করে গেছে। হিন্দুগণ মৃত ব্যক্তির কাছে যে অঙ্গীকার করে, তাহা অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করা গৌরব মনে করে। কিন্তু দেখি বাঙ্গালায় কি হবে। আমি দিব্যচক্ষে দেখছি সরফরাজ খাঁর ভোগ

কাল শেষ হয়েছে। প্রবল প্রজ্জ্বলিত শিখা আর অধিক কাল থাকবে না। প্রবল অগ্নি শীঘ্র পুড়িয়া নির্ব্বাণ হয়; বিন্দু বিন্দু বর্ষণ অনেকক্ষণ হয়, কিন্তু হঠাৎ আগত ঝটিকা দীর্ঘকাল থাকে না; প্রথম হতেই দ্রুতগামী হলে, শীঘ্র ক্লান্ত হতে হয়; মুখে একবারে অধিক খাদ্য দিলে, তাহা গলাধ হয় না; ফলতঃ অতিশয় কোন কর্ম্ম ভাল নয়—এই সব দেখে মনে হয় সরফরাজের নবাবী শেষ হতেছে।—বাঙ্গালার নবাবী লোভের বটে যেই কেন নবাব হয় না—মুরসিদাবাদের গদীতে যে বসবে বাঙ্গালী-গণ তাহাকেই কর দিবে। অদ্যাপি কোন বাঙ্গালী কোন নবাবের প্রতিকূলাচরণ করে নাই; বাঙ্গালী স্বাধিন হবে বলে বিদ্রোহী হয় নাই;—বাঙ্গালী নিজের জন্য অস্ত্র ধারণ করতে জানে না। দিল্লীর বহু দূরে স্থিত এই প্রদেশ কি সুখকর রাজ্য; নাম মাত্র অধীন কিন্তু কার্য্যত যদেচ্ছাচারী হলে কে আটক করে;—নবাব সরফরাজ খাঁকে বাধা দিতে কে অগ্রসর হচ্চে? কুলকামিনীগণকে হরণ করচে, লম্পটগণকে প্রশ্রয় দিয়া মন্ত্রি করচে তাহাদিগকে লয়ে আমোদে কাল কাটাচ্চে। প্রজার রক্ষা,

রাজ্যশাসন নবাবের কর্ত্তব্য নয় বলে প্রমাণ কর্‌চে। জাত, কুল, মান নবাবী অত্যাচার হতে রক্ষা করা বাঙ্গালায় কঠিন হয়েছে। সে যে নবাবী করচে, কোন বাঙ্গালী তার প্রতিকূলকামনা করে? বাঙ্গালীর চূড়াদ্বয় পূর্ব্ব অঙ্গীকার বিচ্যুত হওয়ার আশঙ্কায় বিব্রত হচ্চে। বাঙ্গালায় কএক হাজার মাত্র সৈন্য আছে, কিন্তু সেনানী কে? কে তাহাদিগকে চালনা করে? সকলেই উৎশৃঙ্খল। যদি হঠাৎ প্রবলবেগে বাঙ্গালা আক্রমণ করা যায়, তবে কি ফল হবে? কে বল্‌তে পারে, কি হবে।

জনেক পত্রবাহক দূতের প্রবেশ ও একখানি পত্র দান।

পত্রপাঠ—(স্বগত)

"ভ্রাতঃ

নবাব সরফরাজ খাঁ যেরূপ অত্যাচার করিতেছে তাহা পূর্ব্ব হইতেই অবগত আছ; সময় পাইলেই আমাকে অপমান করিতে ক্রুটী করে না। সম্প্রতি ওমরাও খাঁর কন্যার সহিত আমার পুত্রের সম্বন্ধ হইয়াছিল। সরফরাজ খাঁ অনুমোদন করিয়াছিল। বিবাহের অবধারিত দিন পর্য্যন্ত সকলই স্থির ছিল। সকল আয়োজন সমাধা হইল; পাপমতি

বিবাহের পূর্ব্ব রাত্রে আমাদের বাটীতে আসিয়া কত আমোদ করিয়া আপ্যায়িত করিল। বিবাহের মজলিসে উমরাও খাঁর বাটীতে আমি পাত্র লইয়া উপস্থিত আছি,কাজি উকীল সাক্ষী প্রভৃতি সকলেই সভাস্থ। শুভকর্ম্ম আরম্ভ হয় আর কি; পাপিষ্ঠের পাপ মন্ত্রি সৈন্যসহ আসিয়া নির্দ্দিষ্ট বিবাহ বারণ করিল; সৈন্যবলে কন্যা হরণ করিল; তখন ক্রোধে অবাক হইয়াছিলাম। যে অপমান সে দিন করিয়াছে, ইহার শাস্তি বিধান নিতান্ত আবশ্যকঃ সেই কন্যা সহ নিজ পুত্রের বিবাহ দিয়াছে"।

এ পত্র তুমি আনিয়াছ

দূত।—হাজী মহম্মেদ সাহেবের আদেশে আমিই এসেছি—

আলি।—তুমি কবে রওনা হইয়াছিলে। (স্বগত) ভ্রাতা নিতান্ত ক্রোধ পরবশ হয়ে লিখেছেন। কি অপমানটা করেছে। আলিবর্দ্দী বর্ত্তমানে সরফরাজের এত সাহস অথবা আসন্নকালে এইরূপই হয়ে থাকে; ইহার শাস্তি সত্বরেই দিব—আর কি ঘটেছে কে জানে আর কি গুরুতর (প্রকাশ্যে) আর কি দেখে এসেছ?

দূত।—সে দিন জগৎসেটের আবার অপমান করেছে।

আলি।—তার কি করেছে।

দূত। ভয় দেখায়ে—তার নববিবাহিতা পুত্রবধুকে দেখেছে। তাহাতে জগতসেট অপমানিত বোধ করে প্রতিবিধানের কামনায় উত্তেজিত আছেন।

আলি।—অমল চাঁদ কি করবে?

দূত।—মন্ত্রিগণের অত্যাচারে তিনিও বিরক্ত আছেন।

আলি।—ক্রোধ প্রজ্জ্বলিত হও বাঙ্গালায় যজ্ঞকাষ্ঠ আহৃত হয়েছে সরফরাজকে আহুতি লয়ে শান্তি হবে।—সময় আগত—দূত—

দূত।—জাহাপনার কি হুকুম।

আলি।—তুমি কি শুনলে—যাহাই শুন রহস্য গোপন করতে জান? সাবধান।

দূত।—আমি আপনাদের নিমকের দাস—

আলি।—আচ্ছা গোলামীকে ডাক

দূতের প্রস্থান ও (গভীর চিন্তাভাব)।

গোলামী সহ পুনঃ প্রবেশ।

আমার কলমদান আন। আবার চিন্তা—

গোলামীর প্রস্থান।

পুনঃ প্রবেশ।

আনিয়া তাহা রাখিয়া প্রস্থান।

আলি।—তুমি কতক্ষণ এসেছ—

দূত।—জাহাপনার আদেশ ছিল, মুরসিদাবাদ হতে আস্‌লেই অবিলম্বে সাক্ষাৎ করতে হবে; আমি ক্ষণকাল বিলম্ব করি নাই—

আলি।—তুমি এক্ষণে বিশ্রাম করগা অথবা আবার প্রস্তুত হওগা—তোমাকে এখনি রওনা হতে হবে।

দূত।—যে হুকুম।

দূতের প্রস্থান।

আলি।—ঠিক হয়েছে—এই সুযোগে অদৃষ্ট চক্রের নেমি ধরব, সময়ের অঙ্গ তৈলাক্ত ও পিচ্ছল হলে কি হয়, একমাত্র গুচ্ছ কেশ ধরলেই সময় আমার হবে। যাহা হক, এক্ষণে দিল্লীতে একখান পত্র লেখা আবশ্যক। সেখানকার সনদ অবশ্য আমার হাতে আসবে (দিল্লীতে পত্র লেখা আর এক খান হাজী মহম্মেদ নামে শিরনামা দিয়া প্রস্তুত করত উচ্চৈঃস্বরে) গোলামী

গোলামীর প্রবেশ।

সহরের দূতকে পাঠায়ে দিয়া তুমি অপর এক জন দ্রুতগামী দূত লয়ে এস।

গোলামীর প্রস্থান।

ভোজপুরের রাজা সে দিন আদেশ উপেক্ষা করেছে তার প্রতিবিধান করার—

দূতের প্রবেশ।

তুমি এসেছ—এই পত্র লয়ে তুমি দিল্লী যাও এখনি রওনা হবে।

দূত। যে হুকুম।

প্রস্থান।

(উচ্চৈঃস্বরে) গোলামী—

তাহার প্রবেশ।

আলি।—মুস্তাফা খাঁ ও গণেশজীকে সংবাদ দাও সন্ধ্যার পর আমার সহিত সাক্ষাৎ হবে।

অন্য দূতের প্রবেশ।

এই পত্র লয়ে তুমি মুরসিদাবাদ যাও সাবধান!

প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজপথে সৈন্য শিবিরে সেনানীদ্বয়ে অপরাহ্ন।

১ সেনানী।—ভোজপুরে কি সত্য সত্যই যেতে হবে ভেবেছ?

২ সেনানী।—নতুবা তুমি কি বল।

১ সেনানী।—আমি কিছুই ঠিক করতে পারি নাই কিন্তু আমার সন্দেহ হয়।

২ সেনানী।—তুমি কি সন্দেহ কর—ভোজপুর যাওয়া না হওয়ার কারণ কি।

১ সেনানী।—ভোজপুরের রাজা যে কর্ম্ম করেছে তাহাতে তার প্রতিকূলে যুদ্ধ হওয়ার কারণ কি—অনেক দিন হতে যে আয়োজন হতেছিল, তা কি সামান্য কার্য্যে ব্যয় হবে মনে করিয়াছ? আলিবর্দ্দীকি সেই লোক?

২ সেনানী।—রাগান্ধ ও ধনোন্মত্তেরা এইরূপই আচরণ করে।

১ সেনানী।—আলিবর্দ্দী সে রকম লোক নয়।

২ সেনানী।—তবে এ আড়ম্বর ও আয়োজন কিসের নিমিত্ত।

১ সেনানী।—আমি ঠিক করতে পারি নাই—তাই বলতেছিলাম যদি তুমি কিছু জান।

২ সেনানী।—আমাদের সে অনুসন্ধানে প্রয়োজন কি? যখন আলিবর্দ্দী শিবিরে উপস্থিত আছে তখন যাহা বলবে—যেখানে যেতে বলবে—যাহার সহিত যুদ্ধ করতে বলবে—তাহাই করা যাবে—সেইখানে যাওয়া যাবে ও তাহার সহিত যুদ্ধ করা হবে। আমরা তাহার আদেশ পালন করব জয় পরাজয় ভাল মন্দ তাহারই হবে।

১ সেনানী।—আমি তাহার আজ্ঞা পালনে দ্বিধা করি না বা অন্য কিছু মনে করি নাই, তবে এই যুদ্ধ যাত্রা কোথায় হচ্ছে তাহার বিশেষ কিছু জান কি না?

২ সেনানী।—আলিবর্দ্দি যাহা প্রকাশ করেছে তাহাতে সন্দেহ করবার প্রয়োজন কি? সে স্বয়ং যেখানে লয়ে যাবে সেখানে—

হাসিতে হাসিতে আলিবর্দ্দির প্রবেশ।

আলি।—কি আলাপ হচ্ছিল।

২ সেনানী।—এমন কিছু নয় তবে জয়সিংজী বল্‌ছিলেন।

আলি।—আমি সব শুনেছি, তোমাদের ভয় নাই।

২ সেনানী।—আপনার কর্ণের অনুপযুক্ত কিছুই আলাপ হয় নাই। তা আপনার সমক্ষে আমাদের ভয়ের কারণ কি? আপনি উপস্থিত থাকলে কোন যুদ্ধেই ভয় করি না।

আলি।—মুস্তাফা খাঁ ও গণেশজীকে ও অন্যান্য সেনানীগণকে এইখানে ডাক—আমার মনোগত আজ প্রকাশ করব।

[১ সেনানীর প্রস্থান।

স্বগত।—এই বেশ সুযোগ হয়েছে; আমার বিশ্বাসী সেনা ও সেনানীগণকে আর প্রতারিত রাখা ভাল হয় না। যদি দিল্লীতে সুসিদ্ধ না হই তাহা হইলে কি ত্যাগ করব? এতদূর অগ্রসর হইয়া কি আলিবর্দ্দি প্রত্যাগত হবে—আমি বাঙ্গালায় জয়ী হলে দিল্লীতে আর সহজ হবে—আর দিল্লী-

তেই বা ব্যর্থ হব কেন? সেখানে যে প্রলোভন দেখায়েছি, তাহা উপেক্ষা করা দিল্লীশ্বরের সাধ্য নাই। বাঙ্গালায় সরফরাজ খাঁ থাকলেই বা কি, আলিবর্দ্দি হলেই বা কি; নিয়মিত ক্রোটী পেলেই যথেষ্ট হইবে। দিল্লীর দরবারে অর্থ ব্যয় করলেই সনদ পাওয়া যাবে, সে সনদ অগ্রেই হক বা পরেই হক এক সময় আমার হাতে আসবে। তবে আর কেন সৈন্যদলে প্রতারণা করি। যাহাদের বলে নবাব সৈন্য পরাভব করবার ভরসা করি তাহাদের মনে দ্বিধা রাখা আর কর্ত্তব্য নহে।

সেনানীগণের প্রবেশ।

(সকলে উপবেশন করিলে।)

আলি।—গণেশজী—মুস্তফা খাঁ—জয়সিং—মহম্মদ খাঁ! তোমরা সকলেই আমার বিশ্বাসী। তোমাদিগকে আশ্রয় করিয়া আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছি। যদি তোমরা অঙ্গীকার কর আমি যাহা বলব তাহাই করবে, তা হলে আমি অদ্য এখানে, তোমাদের সমক্ষে, আমার মনোগত ভাব প্রকাশ করি।

মুস্তাফা।—আমরা আপনার আদেশ পালনে দ্বিধা করব না।

গণেশসিং।—মহোদয় আলিবর্দ্দির যাহা কামনা তাহাই আমাদের সাধনা, প্রাণপণে আপনাকে সিদ্ধমনোরথ করতে আমরা সচেষ্ট আছি।

আলি।—তবে হিন্দুগণ গঙ্গাজল আন, আর তোমরা কোরাণ আন, গঙ্গাজল বা কোরাণ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা কর আমার মনোরথ সিদ্ধ করবে?

গণেশসিং।—রামদাস! গঙ্গাজল লয়ে এস, আমি অগ্রেই তাহা স্পর্শ করে আলিবর্দ্দির মনের সন্দেহ ভঙ্গ করব।

মুস্তাফা।—কোরাণ আন আমি প্রথমে শপথ করব।

(গঙ্গাজল ও কোরাণ আসিলে সকল সেনানীর প্রতিজ্ঞা পাঠ।)

আলি।—আমি নিতান্ত আহ্লাদিত হয়ে বল্‌ছি যে আমার মনোরথ অদ্য সফলপ্রায় হইল। যখন তোমাদের মত বীরগণ এমন গভীর প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ হইল, তখন কার্য্য সফল হওয়ার বাকী কি?

গণেশ।—এখন বলুন,আপনি কি মনে করেছেন।

আলি।—সহর মুরশিদাবাদে যে ঘটনা হয়েছে সকলে তাহা অবগত আছ, নবাব সরফরাজ আমাদের বংশের যে যে অপমান করেছে তাহা তোমাদের নিকট অপ্রকাশ নাই। পাষণ্ড আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহের পাত্রী যথাকালে হরণ করিয়া আপন পুত্রের সহিত বিবাহ দিয়েছে। পাপমতি আমার ভ্রাতার যে অপমান করেছে তাহার প্রতি শোধ দেওয়া উচিত, পাপিষ্ঠ জানে না আলিবর্দ্দি জীবিত আছে, পাষণ্ড লম্পট কুলাঙ্গার জানে না যে আলিবর্দ্দির বীর সেনানীগণ তার জন্য প্রাণপণ করতে প্রস্তুত, তাই আমি স্থির করেছি এই যুদ্ধ যাত্রা বাঙ্গালায় হবে। নবাব সরফরাজ খাঁকে সংগ্রামে পরাজিয়া তাহার শাস্তি করব। সেনানীগণ নিস্তব্ধ হইলে যে, গণেশজী—মুস্তাফা খাঁ আর তোমরা তোমাদের অঙ্গীকার—

গণেশসিং।—আমরা কিছুতেই পরাঙ্মুখ নহি, এখনি সৈন্য মধ্যে ঘোষণা হউক; ভোজপুরের পথ ত্যাগ করে এখান হতেই বঙ্গাভিমুখে সৈন্যদল অগ্রসর হউক।

মুস্তাফা।—বাঙ্গালায় নবাব যে অপমান করেছে আমি তথায় থাকলে তাহার প্রতীকার তখনই—

দিল্লী হইতে দূতের প্রবেশ ও পত্র দান।

আলি।—(পাঠ করিয়া) সেনানী ও সৈন্যগণ। এই দূত দিল্লী হতে এই আগত হল। দিল্লীশ্বর আমাকে বাঙ্গালার নবাবী সনদ দিয়াছেন।

(নেপথ্যে সৈন্য শিবিরে জয়ধ্বনি।)

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মুরসিদাবাদ। রহিমের বাড়ীর প্রকোষ্ঠ। সন্ধ্যার পর।

রহিম।—(সম্মুখে একখানি খোলা পত্র তৎ-প্রতি নির্নিমেষে দৃষ্টি রাখিয়া স্বগত) পত্রখান তিন বার পড়লাম—যখনই পড়ি, তখনই রাগভরে দগ্ধ করতে উদ্যত হই; কিন্তু এখন পারিলাম না। ভুলফের আশা ফলবতী হল, আমি করলাম, আমার

আশা ফুরাল ; হৃদয় মরুভূমি, ঘৃণা নিস্তেজ হল।—কি লেখে

"রহিম ভ্রাতঃ আমি তোমাকে মাপ করিলাম। আমি অবগত হয়েছি, তুমি হাজীপুত্রের বিবাহ-ভঙ্গের মূল। সে বিবাহ আমার কামনা ছিল না। আমি আশৈশব যাঁহাকে ধ্যান করেছিলাম, সেই স্বামী তোমার কল্যাণে প্রাপ্ত হয়েছি। যখন তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে আমি বলেছিলাম, আমার আশা অন্য দিকে, অভিলাষ উচ্চ, তখন যাঁর রূপ ধ্যান করে স্বামী বলে লক্ষ্য করেছিলাম, অদ্য সেই স্বামীর অনুমতি লয়ে এই পত্র তোমাকে লিখতেছি ; আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে। পরমেশ্বর তোমার কল্যাণ করুন।"

পাপিষ্ঠার পাপলিখন এই যাক, দগ্ধ হক। আমার হৃদয় যেমন হচ্চে, তোর পত্র তেম্‌নি দগ্ধ হক—কবে তোর হৃদয় ঐরূপ দগ্ধ হবে—(পত্রে অগ্নি দান পত্র পুড়িলে) কই মন ত শান্ত হল না। তুলফ মনে করেছে, নবাব-বধূ হয়ে স্বচ্ছন্দে সুখ-ভোগ করবে, ভবিষ্যতে বেগম হ'বে। নবাব বলেছিল, তার সহিত পুত্রের বিবাহ দিবে না।

সরফরাজ পাপিষ্ঠ সকলই বিস্মরণ হল। আমি বিবাহ করব জানায়েছিলাম। আমার প্রাণ কেড়ে নিলে। বিশ্বাসঘাতক অথবা তাকে যে বিশ্বাস করে সে ভ্রান্ত। আমার কথায় হাজীর অপমান করে আবার সময় পেলে আমাকেও ছাড়বে না। যার চিত্তের ব্যবস্থা নাই তার প্রসাদও ভয়ঙ্কর। কিন্তু ছুলফ নবাব-বধূ, পরে বেগম হবে। আমার ঘৃণা বৃথা হবে—ছুলফ আমার রন্ধ্রগত শনি—আমার গুপ্ত চর এখনও ফিরল না। রাজ্যের ও সহরের সংবাদ অনেক দিন জানি নাই। (ভৃত্যকে আহ্বান) ছুলফের বিবাহসংবাদে এত দিন নিশ্চেষ্ট হয়েছিলাম, অদ্য পত্র পেয়ে অবধি আবার ঘৃণা দ্বিগুণিত হল।

ভৃত্যের প্রবেশ।

মির মালুম ফিরেছে ?

ভৃত্য।—আজ্ঞে না।

রহিম।—আসবা মাত্র আমার নিকট লয়ে আসবে।

ভৃত্য।—যদি অধিক রাত্রি হয় ?

রহিম।—যখনই হক।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

উমরাও খাঁ নবাবের বৈবাহিক হল, তাতে আমার ক্ষতি নাই। হাজী অধোমুখ হয়েছে, তাতেই বা আমার লাভ কি? যে জন্য আয়োজন সব পণ্ড হল। ভাবলাম দুলফ বুঝি হাজীপুত্রকে ভাল বাসে। তাই মনে করলাম, দুলফকে দেখালাম; কিন্তু কে জানে যে সে অন্য দিকে রত—নারী-চরিত বোঝা ভার—রহিম বালিকার চাতুরীতে পরাজিত হলে, তাহাকে পাওয়ার আর আশা করি না। নবাব-বাড়ীতে আনিলাম, আমি চাইলে নবাব আমাকে দিবে। নবাবের পুত্র চাইল নবাব কল্প-তরু অমনি দিয়ে ফেলিল পাপিষ্ঠ—

মির মালুম সহ ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ ও ভৃত্যের প্রস্থান।

রহিম।—তুমি কোথা হতে আসলে? কোথায় গিয়াছিলে? রাজ্যের সংবাদ কি?

মিরমা।—আমি সম্প্রতি পাটনা হতে আসচি।

রহিম—তথাকার সংবাদ কি?

মিরমা।—এখানকার সব ঘটনা আলিবর্দ্দী অব-গত হয়েছে।

রহিম। জানিয়া কি করছে ?

মিরমা। ভোজপুরের দিকে যুদ্ধযাত্রা করেছে। সৈন্যমধ্যে ও বেহারে প্রচার যে তথাকার রাজার প্রতিবিধান করতে স্বয়ং যাত্রা করেছেন।

রহিম। তুমি কি বুঝলে ?

মিরমা। ভোজপুরের প্রতি যুদ্ধযাত্রার প্রসঙ্গ ভান মাত্র। প্রকৃত উদ্দেশ্য বাঙ্গালায় আসা।

রহিম।—তা তুমি কেমন করে বলতে পার ?

মিরমা।—যে সৈন্য সংগ্রহ হয়েছে ভোজপুর উদ্দেশ্য হলে অত আবশ্যক হত না, স্বয়ং আলিবর্দ্দী সঙ্গে থাকত না।

রহিম।—এ ভিন্ন আর কি দেখেছ ?

মিরমা।—জেনেছি এক জন দূত এখান হতে যে দিন পাটনায় যায়, সেই দিনই সে দিল্লী যাত্রা করেছে।

রহিম।—তার পর ?

মিরমা।—বাঙ্গালায় আসার পথের মাথায় সৈন্য শিবির স্থাপিত হইল দেখে আমি ফিরে আসলাম। পথে হাজীর বাড়ী হতে যে দূত আলিবর্দ্দীর নিকট যাচ্ছে তাহাকেও দেখ্‌লাম।

রহিম।—এখানে কখন্ আসলে?

মিরমা।—সন্ধ্যার পূর্ব্বে। মনে করলাম এখানে যদি কিছু নূতন জানতে পারি?

রহিম।—কি জান্‌লে?

মিরমা।—হাজীর উত্তেজনায় জগৎশেঠ ও রায়-রায়াঁ এক যোগ হয়েছে, আলিবর্দ্দীর সহায় হবে, সে দিন জগৎশেঠের বাটীতে তিন জনে গাইএর মজলিসে একত্র হয়ে স্থির করেছে।

রহিম।—যথেষ্ট হয়েছে—তুমি এখন বিশ্রাম কর গে। (পুরস্কার দান)

[মিরমালুমের প্রস্থান।

জুলফ বেগম হবে—দেখি কেমন করে স্থির থাকে—যাহাতে এ নবাব বংশ লোপ—

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য।—নবাববাড়ী হতে দূত এসেছে আপ-নাকে নবাব এখনি আহ্বান করেছেন।

রহিম।—বল গে আমি আস্‌ছি।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

এখন ডাকে কেন? বোধ করি নবাব কিছু জান্‌তে

পেরেছে—যাহা হউক, আমি কপট চিত্ত কপট বদন ধারণ করে কপট বাক্যে গোপন রাখব।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নবাববাড়ী। রাত্রি কাল।

নবাব ও করিম ও খোদাবক্স আসীন।

নবাব।—পত্রে কি লেখা আছে সে সসৈন্যে আস্‌ছে।

করিম। সহরে থেকে তার ভ্রাতার পরিবার নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না, তাই তাহাদিগকে নিতে আস্‌ছে।

নবাব।—আলিবর্দ্দীকে হাজী সব জানায়েছে। রহিমকে ডাকতে পাঠায়েছ সে দূত ফেরে নাই?

করিম।—আসবামাত্র এখানে লয়ে আসে বলে দিয়েছি। আপনি হাজীকে ভয় কর্‌ছেন?

নবাব।—নবাব সরফরাজ খাঁ হাজীর জন্য ভীত

নহে।—কিন্তু আলিবর্দ্দী সসৈন্যে আস্‌ছে লিখেছে; সৈন্য কত?

করিম।—তাহা লেখে নাই ও জানা যায় না—

খোদা।—(করিমের প্রতি) সসৈন্যে আসছে সেটা কেমন কথা? পরিবার তা লয়ে গেলেই হয়।

করিম।—পত্রে সন্দেহের কোন কারণ দেখি না।

নবাব।—আলিবর্দ্দী সবলে আসছে।

করিম।—পত্রে মন্দ অভিপ্রায় জানা যায় না।

খোদা।—আমি সন্দেহ করি।

নবাব।—করিম! কি বল?

করিম।—জাহাঁপনা! আমি এ কার্য্যে সন্দেহের স্থল দেখি না। হাজী অনেক বাড়ায়ে লিখে থাকবে, তাহাতে সম্প্রতি যে অপমান হয়েছে! যদি জাহাঁপনা সহজে ছেড়ে না দেন, তাই লোক বল সহ এসে লয়ে যাবে।

রহিমের প্রবেশ ও অভিবাদন করত উপবেশন।

নবাব।—(রহিমের প্রতি) আলিবর্দ্দী বাঙ্গালায় আসছে একখানা পত্র লিখেছে, এই দেখ (পত্র দান, রহিমের পত্র পাঠ ও চিন্তিত হওন) তুমি কি ভাবছ?

রহিম।—জাহাঁপনা। কি ভাবছেন?

নবাব।—আমি কিছুই স্থির করতে পারি নাই, খোদাবক্স দ্বিধা করে, কিন্তু করিম কিছুই মন্দ দেখে না।

রহিম।—সহরের কোন সংবাদ জেনেছেন?

নবাব।—এখানকার কি সংবাদ ও কিসের সংবাদ?

রহিম।—আলিবর্দ্দীর নিজের পরিবার এখানে কেহ নাই। তার ভ্রাতার পরিবার লয়ে যাবে, তার জন্য নিজে আসা কেন? অথবা সসৈন্যে আসিবার প্রয়োজন কি? হাজীকে এ সহর ত্যাগ করে যেতে হলে নিজে সপরিবারে যেতে পারত তাহাকে কি জাহাঁপনা আটক রেখেছেন? না সে যেতে অক্ষম? না সে দস্যুভয়ে আলিবর্দ্দীর সৈন্যের সহায়তা প্রার্থনা করে? সসৈন্যে আসার আর কি অভিপ্রায় হতে পারে?

নবাব।—হাজী আহম্মেদ বা তার পরিবার কেহ এখানে বন্দী নাই তাহাদিগকে যেতেও নিষেধ নাই তবে সে সবলে আসিবে কেন?

রহিম।—(স্বগত) ঔষধ ধরছে। (প্রকাশ্যে)

আমিও তাই বলি, আমার বোধ হয় আলিবর্দ্দী নবাব সরফরাজ খাঁর সৈন্য সহ নিজ বল পরীক্ষা জন্য আস্‌ছে।

নবাব।—তুমি কি বল সে আমার সহিত যুদ্ধ করতে আসছে?

রহিম।—আমার বিবেচনায় তাই বটে ইতিকৃত অপমানের যাতনা অসহ্য হওয়ায় ও বল গৌরব থাকায় উত্তেজিত হয়ে রণকণ্ডুয়ন হয়েছে। মনে করেছে নবাব সরফরাজ তদপেক্ষা হীনবল।

নবাব।—তার সৈন্য সংখ্যা কত? আমি হীন বল কিসে?

রহিম।—স্বর্গীয় নবাব স্থায়ী সৈন্য পঁচিশ সহস্র করে গিয়েছেন। তাহারা এ পর্য্যন্ত বসে আছে এত দিনে আপনার হস্তে তাহারা জয়লাভ করে স্মরণীয় হবে। আমি জাহাঁপনাকে হীনবল বলি না।

নবাব।—ঐ চিটীখানার তবে কি জবাব দিবে?

রহিম।—জাহাঁপনা ঐ চিটী কল্য দরবারে উপস্থিত করে প্রকাশ্য দরবারে উত্তর অবধারণ করলেই হবে।

নবাব।—কেন অদ্য এখনই হক না।

রহিম।—জাহাপনা আমি নবাবোচিত কর্ত্ত-ব্যের উপদেশ দিচ্ছি না, কিন্তু আমার বিবেচনায় ঐরূপ চিটীর বিষয় দরবারে আলোচনা হওয়া ভাল, বিশেষ স্বর্গীয় নবাবের মৃত্যুকালে আপনি প্রতিশ্রুত আছেন জগৎশেঠ রায়রায়াঁ ও হাজীর পরামর্শ মত কার্য্য কর্‌বেন।

নবাব।—তবে তাহাই হক।

খোদা।—(করিমের প্রতি) ভাবনা ত গেল এখন কি হবে?

করিম।—(রহিমের প্রতি) একটা বাই লয়ে এখন খানিক আমোদ করলে হয় না?

রহিম।—উপযুক্ত সময় ও যুক্তি বটে। সম্মত কর্‌তে পার্‌লে হয়।

খোদা।—ইহার মধ্যে হাজী অবশ্যই আছে।

নবাব।—রহিম! কি বল?

রহিম।—(স্বগত) যা জানি তাকি বল্‌ব?—না (প্রকাশ্যে) আলিবর্দ্দীর কার্য্যে তাত জানা যায় না। আলিবর্দ্দী নিজ বুদ্ধিতেও আস্‌তে পারে অথবা যখন উভয়ে ভ্রাতা তখন পরামর্শও থাকৃতে পারে। নিশ্চয় না জেনে বলা যায় না।

করিম।—পিপীলিকার পক্ষ হয় মর্‌বার নিমিত্ত।

নবাব।—সে কি?

রহিম।—আলিবর্দ্দীকে নবপক্ষযুক্ত পিপীলিকা মনে করলে ঐ বাক্যের সার্থকতা সম্পন্ন হয়।

(সকলের হাস্য।)

করিম।—(রহিমের প্রতি) সে দিনে দিল্লীর বাই মরিমিঞার টপ্পা বড় ভাল গেয়েছিল।

নবাব। কার গানের কথা বল্‌ছ?

খোদা।—সাহাজাদার বিবাহের বাইনাচ আমাদের বাকী রয়েছে।

রহিম।—(স্বগত) ঐ বিবাহের নাম শুন্‌লেই চিত্ত বিকল হয় ও প্রতিশোধ কামনায় রাগ জন্মে কিন্তু প্রকাশ করা হবে না, আহ্লাদিত দেখাতে হবে (প্রকাশ্যে) বাইগণ শীঘ্র চলে যাবে।

নবাব।—তোমরা কি বল?

রহিম।—শুভকর্ম্ম সত্বরে করা ভাল বলে খ্যাত আছে।

নবাব।—তাতেই ত উমরাও কন্যার সহিত সাহাজাদার বিবাহটা তাড়াতাড়ি দেওয়া গেল।

রহিম।—(স্বগত) সেই জন্যই তোমার মুক্ত নিপাতের যোগাড় করছি। (প্রকাশ্যে) শুভকর্ম্ম সুসম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু বাইনাচটা বাকী রহিল।

নবাব।—তবে তাই আরম্ভ হউক,ডাকতেপাঠাও।

খোদাবক্স।—দূত।

দূতের প্রবেশ।

দিল্লীর বাইদিগকে এখনি ডেকে আন।

[দূতের প্রস্থান।

রহিম।—ইহ সংসারে আমোদ বই আর কি আছে? যাতে চিত্তের সুখ তাহাই শ্রেয়, যাতে মন প্রফুল্ল হয় তাহাই আমোদপ্রদ, সেই আমোদ উপভোগ করাই সংসারের সার।

করিম।—তবে লোকে দয়া দাক্ষিণ্য ও ধর্ম্মের প্রশংসা করে কেন?

রহিম।—ওগুলি শব্দ-গৌরব। হিন্দুর যাতে ধর্ম্ম, মুসলমানের তাতে বিপরীত। গোপালন ও গোসেবা হিন্দুর ধর্ম্ম, মুসলমান গোহন্তা ও গোখাদক।

করিম।—কিন্তু পরোপকার ও দয়া বিষয়ে উভয়েই একমত।

রহিম।—পশু পক্ষী জীব জগতে ক্ষুধার আহার, ক্লান্তিতে বিশ্রাম, জাগরণের পর নিদ্রা, কামে

বিহার আমোদপ্রদ সুতরাং সকলেই রত। মনু-ষ্যের এ সকলই আছে, আরও আছে, আশা আছে, হতাশ্যে ভরসা আছে, মান বৃদ্ধিতে আমোদ আছে, লোক প্রশংসায় সুখ আছে, ঐশ্বর্য্য গৌরবে চিত্তের প্রফুল্লতা আছে; সংক্ষেপতঃ যাহা কিছু ভাল তা সকলেই অভিলাষ হয়; স্পৃহায় লালসা জন্মে, লালসায় প্রাপ্তি ইচ্ছা, প্রাপ্ত হলেই চিত্তের প্রফুল্লতা, তাহাই আমোদ, তাহা ভোগের চেষ্টা কার্য্য, তাহাতেই সুখ। আবার যাহা কিছু মন্দ তা কষ্টকর, কষ্টবোধে চিত্তের প্রফুল্লতার হানি, অর্থাৎ সঙ্কোচ, সেই সঙ্কোচ অসুখকর, তাহা নিবা-রণ ইঙ্গিতব্য সুতরাং যাহাতে আবার চিত্তের প্রফুল্লতা জন্মে তাহা করার ইচ্ছা পরে চেষ্টা ও কার্য্য তাহাতেই আমোদ। দয়ার পাত্র দর্শনে তার দুঃখ জ্ঞান তাহা মন্দ (নিজের বা অন্যের হক, কল্পনায় তুল্য প্রতীয়মান) সুতরাং কষ্টকর তাহাতে ঐ পর্য্যায়ে সেই দুঃখ মোচন চেষ্টা তৎ-বিষয় কুণ্ঠিত না হইয়া অর্থদানই দাক্ষিণ্য। আমি দয়া করিয়া পরের উপকার করি, কারণ না করিলে আমার কষ্ট হয় চিত্তের প্রফুল্লতার হানি হয় তাহা

আমার সহ্য হয় না সুতরাং আমোদ হয় না; করিলে চিত্ত সঙ্কোচ ঘুচিয়া প্রফুল্লতা প্রাপ্ত হয়, আমোদ পাই। সংসারে আমি অন্য ভুলিয়া নিজের জন্য সুখের চেষ্টা করলে স্বার্থপর হলাম কিন্তু আমিও যে সুখের জন্য চেষ্টাশীল পরোপকারী দয়ালু ও অন্যের কষ্ট জ্ঞানজনিত নিজের কষ্ট মোচনে সেইরূপ চেষ্টিত। আমোদ বিষয়ে আমিও যেমন স্বার্থপর সেও তেমনি। ইহ সংসারে সকলেই আমোদ জন্য লালায়িত। নতুবা স্বর্গীয় নবাব আপন পুত্র নবাব হচ্ছে দেখে কি জন্য নিজে নবাব হয়েছিলেন; সেই জন্য বাঙ্গালায় ঐ গীতটী বড়ভাল।

"হেসে খেলে নাও মনের সুখে,
কোন্ দিনে রে যাবে শিঙ্গে ফুকে।"

নবাব।—আজ আমাদের হাস্যের দিন, সাহাজাদার বিবাহের বাইএর নাচের দিন, বাই আসিল? কে আছিস্ রে?

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য।—বাইগণ এসেছে।

নবাব।—তবে লইয়া আইস (বাইগণের বেশ ও অভিরুচিমত নৃত্য গীত)

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নবাববাড়ী। দরবার গৃহ।

প্রাতঃকাল।

নবাব, নবমন্ত্রিগণ, হাজী, জগৎশেঠ, রায়রায়াঁ।

প্রভৃতি সকলে উপস্থিত।

নবাব।—হাজী! আহম্মেদের এই পত্র দেখ (হাজীকে আলিবর্দ্দীর পত্র দান, হাজীর পত্র পাঠ পরে) তোমার ভ্রাতা সসৈন্যে বাঙ্গালায় আস্‌ছে কি জন্য, তোমায় তা বল্‌তে হবে।

হাজী।—আমরা চিরকাল আপনার পিতার দ্বারা উপকার পেয়েছি। উড়িষ্যায় তাঁর সঙ্গে থেকে রাজকার্য্যে ব্রতী হয়েছি। যা কিছু মান সম্ভ্রম ও গৌরব প্রাপ্ত হয়েছি; সকলই আপনাদের প্রদত্ত। স্বর্গীয় নবাব আমাদের পরমোপকারী ছিলেন।

নবাব।—তার প্রত্যুপকার করা কি অভিপ্রেত? সবলে স্বয়ং আলিবর্দ্দীর আসার কারণ কি?

হাজী।—জাঁহাপনা ইদানী আমাদের উপর বিরত হয়েছেন। কিন্তু আপনার স্বর্গীয় পিতার মৃত্যুকালে আপনি আমাদের পরামর্শ মত কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন।

নবাব।—তা তোমাকে স্মরণ করাতে হবে না, তোমার ভ্রাতা এরূপ আচরণ কেন কর্‌ল, তাহার উত্তর দাও।

হাজী।—জাঁহাপনা ঐ পত্র মধ্যে ত তার আগমনের কারণ ব্যক্ত রয়েছে। (স্বগত) আর বেশী কি বলিব? প্রকাশ্য দরবারে এরূপ আন্দোলন কেন করে? রহিমকে বড় গম্ভীর দেখ্‌ছি—আর কোন অপমান না করলে রক্ষা পাই।

নবাব।—তোমাদের পরিবার পাটনায় যাইতে কি বারণ করেছি। জগৎশেঠ, রায়রায়াঁ। তোমরা কি বুঝছ?

জগৎশেঠ।—(স্বগত) সকলইত জানি আমরাই আন্‌ছি বা সে নিজে নবাব হতে আসছে। ফল একি হাজীকে ছাড়িয়া আমাকে ধরে কেন? সরফরাজ কি আমাদের মন্ত্রণা জান্‌তে পেরেছে। তাই কৌশলে মনোগত প্রকাশ করে লবে। (প্রকাশ্যে)

জাহাপনা! আলিবর্দ্দীর এরূপ আসা সন্দেহ জনক বটে।

নবাব।—তবে হাজী ইহার মধ্যে অবশ্য আছে।

জগৎ।—(স্বগত) কেবল হাজীর নাম করিল; বুঝি আর জানে না।

রায় রা।—(স্বগত) তখনই বলেছিলাম কার্য্যটা ভাল হয় না, প্রকাশ হলে বিপদ ঘটাতে পারে, অদ্য পার পেলে হয়।

হাজী।—আমি মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারি আপ্ন-নার পিতা যেমন আমাদের বংশের উপকারী ছিলেন, তাহাতে আমরা আপনার অনিষ্টাকাঙ্ক্ষী নই।

রহিম।—(স্বগত) হাজীর বাক্যে দেখি নবাব ভুলে যায় (প্রকাশ্যে) হাজী সাহেব নবাবের প্রশ্নের উত্তর করুন।

নবাব।—আমি জিজ্ঞাসি আলিবর্দ্দি কি আমার সহিত যুদ্ধার্থ আসছে? আর তুমি কি সেই পরামর্শ-মধ্যে আছ?

হাজী।—আমি ধর্ম্মতঃ বলতে পারি আপনার সহিত যুদ্ধ করায় আমার ভ্রাতার অভিপ্রায় নাই ও যুদ্ধের পরামর্শ মধ্যে আমি নাই, আমরা আপনার

চির অনুগত যদিও অনেক সময় ঘৃণিত লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছি, আশায় হতাশ হয়েছি, উদ্যমে নিরুৎসাহ হয়েছি, তথাপি আপনাদের হতে যে উপকার পেয়েছি, তাহা স্মরিয়া আমরা আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে মানস করি নাই তবে—

রহিম।—(স্বগত) কি চতুর! বৃদ্ধের চাতুরী খেলে, কি যুবার চাতুরীর জয় হয় দেখাব। নবাবকে নরম করেছে দেখি। (প্রকাশ্যে) তবে বলিয়া কি বল্‌ছিলেন?

নবাব।—হাঁ, তবে কি, হাজী সাহেব?

হাজী।—তবে কি নিতান্তই বলতে হলে তবে জাহাপনার প্রধান মন্ত্রী রহিম খাঁ আমাকে ঘৃণা করেন, তাঁহার পরামর্শে আপনি কর্ণপাত করে থাকেন। কি জানি কোন সময় তার অপকার করেছি? যখন প্রথমে তাহাকে স্বর্গীয় নবাবের আমলে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করি, তিনি বলেছিলেন অপরিচিত কোন ব্যক্তিকে গুরুতর রাজকার্য্যের ভার দেওয়া সঙ্গত নহে। এতদিনে সেই সুদূরদর্শী মহাপুরুষের কথা সত্য হল যে রহিমকে উমরাও খাঁর উপরোধে দরবারে প্রবিষ্ট করেছিলাম সে তা

প্রতিপন্ন করিল। কেন রহিম! অধোবদন হও কেন আমি পূর্ব্ব কথা বলতে ইচ্ছা করি নাই তুমি যতই কেন আমার অনিষ্ট চেষ্টা কর না, আমি তোমাকে মনে করি না ও সব প্রকাশও করিতাম না।

রহিম।—পূর্ব্ব কথা জাহাপনার অবিদিত নাই আপনি নূতন কিছুই বলতে পারেন না। আমার কুৎসা কীর্ত্তন করে কি ভেবেছেন জাহাপনাকে প্রশ্নের উত্তর এড়াবেন?

নবাব।—যদি তুমি যা বলতেছিলে তাহা হয় তবে আলিবর্দ্দীর যুদ্ধ আয়োজন কেন?

হাজী।—নব মন্ত্রিগণের ঘৃণার ভয়ে আত্মরক্ষা করার অভিপ্রায়ে ভ্রাতা আমাদিগকে লতে আসছেন। জাহাপনার অভিপ্রায় হয় ত তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞাসা করা হক কি জন্যে দিন দিন তিনি অগ্রসর হয়ে আসছেন আর—

জগৎশেঠ।—পত্রের উত্তর দেওয়া কর্ত্তব্য বটে।

নবাব।— রায়রাঁয়া কি বল?

রায় রাঁ।—(স্বগত) মিথ্যা বলতে হল, একটী পাপ করলে তাহা গোপন করার জন্য তৎসঙ্গে

আর দশটী পাপ করতে করতে ক্রমে শৃঙ্খলে জড়িত হতে হয়। (প্রকাশ্যে) আলিবর্দ্দীর উদ্দেশ্য জানা কর্ত্তব্য। সে কি অভিপ্রায়ে অস্ত্র ধারণ করেছে তা তার মুখ হতে শুনা ভাল, কিন্তু—

নবাব।—কিন্তু কি?

রায় রায়াঁ।—(স্বগত) পরামর্শ চাইলে উচিত বলাই ধর্ম্ম (প্রকাশ্যে) তা বলিয়া আমি জাহাপনাকে নিশ্চিন্ত থাকতে বলতে পারি না। এখানকারও সৈন্য সংগ্রহ কর্ত্তব্য।

নবাব।—আমার সৈন্যবল অপ্রস্তুত আছে ভাবিতেছ? স্বর্গীয় পিতা সৈন্য সংখ্যা বাড়ায়ে গিয়েছেন। আলিবর্দ্দী যদি নিতান্তই যুদ্ধ করে তবে আমি কখন পরাঙ্মুখ নহি।

হাজী।—(স্বগত) এই অভিমানেই থাকলেই মঙ্গল।

নবাব।—রহিম কি বল? তুমি অত ম্রিয়মাণ কেন? হাজীর কথায় দুঃখিত না হয়ে এক্ষণ কার পরামর্শ দাও।

রহিম।—(স্বগত) যদি আমি তোমার বংশ ধ্বংশ করার প্রতিজ্ঞা না করতাম তাহা হলে এত-

ক্ষণ তোমাকে দিয়ে হাজীর মুণ্ড নিপাত করতাম। তুমি নিশ্চিন্ত থাক ও দিকে আলিবর্দ্দীর সৈন্যবল দিন দিন বাড়ুক, অবশেষে তোমার পতন হক। পরে হাজী আমার অনিষ্ট করতে পারে তা ত পরের কথা, এক্ষণ যাহা করব বলেছি অগ্রে তা করি। জুলফ যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান না করত তাহা হলে আমি কত সুখীই হতাম। উপকারীর অপমান প্রভুর নিকট বিশ্বাসঘাতকতা ও তার বংশধরের বধকামনা করতে হত না।—এ সব কেন করি? না করলে চিত্তের সঙ্কোচ ঘুচে না, প্রফুল্লতা পাই না। করলে জুলফের অনিষ্ট হবে, সে বিধবা হবে, নবাববধূ পরে নবাব বেগম হতে পারবে না। তাই করি, জুলফকে ঘৃণা করি, তাই করি।

নবাব।—রহিম কি ভাবতেছ?

রহিম।—আলিবর্দ্দীকে পত্র লেখা হাজী সাহেবের মত। জগৎশেঠ ও রায় রায়াঁ তাহা বলছেন। আমিও তাই কর্ত্তব্য বলি। তাহাকে জিজ্ঞাসুন তিনি যুদ্ধ লালসে আসছেন কি না, যদি যুদ্ধ করা তাঁর অভিপ্রায় হয় তবে নবাব সরফরাজ

খাঁ কি বেহারের কর্ম্মচারী অপেক্ষা হীনবল? নৈমিত্তিক সংগৃহীত সেনা কি নিত্য সজ্জিত নিয়মিত উৎকৃষ্ট নবাব সৈন্যের সমকক্ষ হবে? আলিবর্দ্দী শিক্ষা পাবে। ভবিষ্যতে আর কোন কর্ম্মচারী, আশা করি, এরূপ আচরণ না করে।

নবাব।—তবে তাহাই হক।

নকিব।—জাহাপনা নবাব নাজিমের জয়।

(সভাভঙ্গ।)

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নবাববাড়ীর অন্দর। প্রকোষ্ঠ মধ্যে তুলফন্নেছা আসীনা।

তুলফ।—(স্বগত) নবাব-বধূ হয়েছি। স্বামী সোহাগ পেয়েছি, নবাব ঐশ্বর্য্য হস্তগত হবে, নানাভরণে শোভিত এই দেহ স্বামীভুক্ত হয়ে তাঁর নয়নে কমনীয় হয়েছি, সাহাজাদা আমার প্রতি অনুরত

হয়েছেন। সকল সুখই পেয়েছি।—কিন্তু একটী চিন্তায় বিকল হই—রহিম আমাকে কি ভুলেছে—সে কি মাপ করেছে? তার চরিত্রের রহস্য পেলেম না। আমার বিবাহে আহ্লাদিত দেখাচ্ছে; সে দিন আলিবর্দ্দীর যুদ্ধ আগমনের সংবাদ আসলেও আমার বিবাহ উপলক্ষে নৃত্য গীত ঘটায়ে কত আমোদ করেছে। আমার পত্র পেয়ে কি আমায় ত্যাগ করেছে? আমি কেন রহিমের নাম লয়ে ভাবি? আমার চির কামনার স্বামী পেয়েছি বাল্য-কালে তার সঙ্গে খেলা করতাম মাত্র, শৈশব কাল জাত আলাপ অবিস্মরণীয়, তাই কি এক একবার তাকে মনে পড়ে —না—

দাসীর প্রবেশ।

দাসী।—এখানে একা এখনও কি করছ, বেলা হয়েছে।

জুলফ।—দরবারের কোন সংবাদ জানিস? আলিবর্দ্দী কতদূর এসেছে? সাহাজাদা বলেছিলেন যদি যুদ্ধ হয় তবে তিনি সৈন্য সঙ্গে যাবেন।

দাসী।—আজ নবাব সৈন্যের যুদ্ধ যাত্রার আদেশ হয়েছে।

জুলফ।—তবে না মিট্‌বার কথা ছিল?

দাসী।—রহিম মিটাতে দেয় নাই।

জুল্‌ফ।—কেন দিল না?

দাসী।—আলিবর্দ্দী বলে পাঠায়েছিল যদি নবাব নবমন্ত্রিগণকে ত্যাগ করেন। তবে যুদ্ধ হবে না।

জুল্‌ফ।—তবে স্বামী কি যুদ্ধে যাবেন?

দাসী।—নবাব আদেশ করেছেন তিনিও সঙ্গে যাবেন।

দেলমহম্মদের প্রবেশ।

দেলম।—প্রেয়সি! এত বিষণ্ন কেন? (দাসীর প্রতি ইঙ্গিত)

[দাসীর প্রস্থান।

জুলফ।—প্রাণনাথ! হৃদয়বল্লভ! আমাকে ছেড়ে কি তরবারীকে সহচরী করতে যাচ্ছেন?

দেলম।—রহিম বলে আদেশ করায়েছে।

জুলফ।—তবে আমি একাকিনী কেমনে গৃহে থাকৃব? কার মুখ দেখে কাল কাটাব?

দেলম।—দিন কতক পরে এসে আবার মিলিব।

জুলফ।—সে ক'দিন কেমনে যাবে। তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদে প্রলয় দেখি। প্রাণেশ্বর! যুদ্ধে যাওয়া হবে না।

দেলম।—প্রাণেশ্বরি!অমত কর না,প্রফুল্লচিত্তে বিদায় দাও।

জুলফ।—কবে সৈন্যগণ যাত্রা করবে?

দেলম।—ঘোষণা হয়ে সংগ্রহ সমাধা হলেই গমন করব।

জুলফ।—তোমার যাওয়া হবে না। আমি তোমার বিচ্ছেদ সহ্য কর্‌তে পারব না। তুমি যুদ্ধে গেলে আমার কি থাক্‌বে।

দেলম।—সে কি জুলফ?

জুফল।—নারীর পতি বই আর কি আছে! পুরুষের দরবার আছে, জয় পরাজয় আছে, রাগ হিংসা দ্বেষ আছে, প্রতিবিধান কামনা আছে, ধনগৌরব লালসা আছে, সুখ্যাতি স্পৃহা আছে, বিষয় বাসনা, আমোদ, ভোগেচ্ছা আছে সুতরাং নানা বিষনিণী চেষ্টা আছে, উদ্যম আছে, উৎসাহে মত্ততা পরে অনিয়োগে আরাম আছে, আবার পরকীয়া রস ভোগ লালসায় কামান্ধতা আছে,

প্রাণপতি। নারীর পতি প্রেম বই আর কি আছে। ভালবাসা নারীর ধন, ভালবাসা নারীহৃদয়ের রত্ন, ভালবাসা নারী শরীরে শিরার শোণিত—জীবনের বায়ু, ভালবাসা নারীর চেষ্টা উদ্যম। নারীর প্রেম-ময় প্রিয়পতি বিরহে আর কি আছে ?

দেলম।—প্রেমময়ি আমার প্রাণময়ি দিনকত পরে আস্‌ব। ভালবাসা সঙ্গে সঙ্গে থাক্‌বে। প্রাণে প্রাণে যোগ, প্রেমে প্রেমে মিলন, কেবল কিছু দিনের জন্য নয়নান্তরাল। অচিরে যুদ্ধে জয়ী হয়ে ফিরে আস্‌ব, প্রসন্ন হও, বিদায় দেও।

জুলফ।—প্রাণ থাক্‌তে বিদায় দিতে পারব না।

(কুমার কুমারীর মুখচুম্বন)

—তবে যদি নিতান্ত যাবে। রহিমকে কিন্তু বিশ্বাস কর না, তা' হলে কি জানি সে কি করে।

দেলম।—রহিম পিতার বিশ্বাস-ভাজন, তাকে অবিশ্বাস করার কারণ কি ?

জুলফ।—জানি না, কিন্তু কেন আমার সন্দেহ হয়, মনে হয় রহিম কখন আমার কোন অনিষ্ট করে।

দেলম।—রহিম মন্ত্রিশ্রেষ্ঠ মন্ত্রণাকুশল রহস্য ভেদী-মর্ম্মগ্রাহী বলে পিতা তাহাকে আদর করেন।

দুলফ।—সকলই বটে, তথাপি আমার যেন কেন সন্দেহ হয়।

দেলম।—নিশ্চিন্ত থাক, অচিরে বিজয়ী প্রত্যা-গত হয়ে তোমার অমূলক সন্দেহ দূর করব, কিন্তু তুমি সাবধানে থেক।

দুলফ।—নাথ! আমার কথা বলছেন, আমি একা থাকলে কখন নিরস্ত্র থাকি না। রহিমের সহিত বিবাদ হয়ে অবধি কখন অস্ত্র শূন্য একা থাকি না। বেলা হয়েছে, চলুন এ দাসীর সেবা গ্রহণ করে চরিতার্থ করবেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সৈন্য শিবির—গিরিয়ায় মাঠ।

রহিম নিজ শিবিরে—রাত্রি দ্বিপ্রহর।

রহিম।—(স্বগত) এ পর্য্যন্ত আসলাম, ও আন্‌লাম, এখন পর্য্যন্ত আমার কৌশল চলেছে, আমার মন্ত্রণা খেটেছে। প্রভাতে হয় এ দিক নয় ও দিক যুদ্ধ ত বাধালাম। নবাব প্রায় আলিবর্দ্দীর মতে সম্মত হয়েছিল, আমাদিগকে ত্যাগ করে তাহার সহিত সন্ধি কর্‌ত, কিন্তু আমি যে জাল বুনে মাকড়সা হয়ে বসে আছি, নবাবরূপ মক্ষিকা কি তাহা হতে এড়াতে পারে, কিন্তু এখন একটু বাকী আছে—নবাব জিৎলে কই আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হল কই? হারিবে, তার মুণ্ড নিপাত হবে, তার সঙ্গে তার পুত্র মর্‌বে, তবেত আমার শান্তি, কিন্তু তাহাতে রক্ষার উপায় কি এমন করেছি—সাবধানের বিনাশ নাই। পত্রের উত্তর

পেলেই হয়, আলিবর্দ্দীকে যাহা লিখেছি—অবশ্য সে উত্তর দিবে, কিন্তু আমি যে লেখক, তাহা সে জানে না।

ভৃত্যের প্রবেশ ও একখানি পত্র রাখিয়া দণ্ডায়মান।

(পত্র পাঠান্তে প্রকাশ্যে) আমার সেই কাপড়গুলি আন।

[ভৃত্যের প্রস্থান।

(স্বগত) নিরস্ত্র হয়ে যেতে হবে, চামেলী ফুল বল্‌লে শিবিরে প্রবেশ ঘট্‌বে।

ভৃত্যের পুনঃ প্রবেশ ও সম্মুখে বস্ত্র রাখিয়া প্রস্থান।

এতদূর করলাম, কিন্তু এখন মন সন্দিগ্ধ হয়ে ভীত হয় কেন? কি জানি মনের মধ্যে কে যেন বল্‌ছে, রহিম। এ কর্ম্ম ভাল নয়, যাহার অন্নে পালিত, তার কন্যার সর্ব্বনাশ! যে বিশ্বাস করায় এত বড় হলে, তার প্রাণনাশ করা কর্ত্তব্য নয়। নীরবে চিত্তে এই ভাব উদয় হয়ে আমার কামনার গতি রোধ কর্‌তে যায়, মনকে নিরুৎসাহ করে হৃদয়ের দারুণ লালসা নিবাতে যায়, অগ্নি-নিকটস্থ জল যেমন বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, আমার হৃদয়ে যে অগ্নি প্রজ্বলিত রয়েছে, তাহাতে ঐ ভাব কি

বাড়্‌বে? তাহাকে উপেক্ষা করব? তাহাকে স্থান দিলে বীরের বীরত্ব যায়, পুরুষের পুরুষত্ব যায়, মনুষ্য ভীরু হয়, কামনা নিষ্ফল হয়, লালসা অতৃপ্ত থাকে, রাগ দ্বেষ হিংসার ধার ভোঁতা হয়, প্রতিবিধান অকর্ম্মণ্য হয়, অন্যের কৃত অপমান নীরবে সহ্য করতে হয়, এক গালে চপেটাঘাত হলে অপর গণ্ড বাড়ায়ে দিতে হয়, পদ দলিত হয়ে আরও নম্র হতে হয়, চিত্তে ইহা স্থান পেলে লোক ধনী হয় না, নগরে সহরে ইহা স্থান পায় না। ইহা লজ্জা উদ্দীপিকা, বদন মালিন্য উৎপাদিনী শক্তি। লোকে ইহার কত নাম দেয়—হিতাহিত জ্ঞান, কর্ম্মবুদ্ধি, ধর্ম্মবুদ্ধি, কর্ত্তব্য বোধ। আমি বলি এ ভাব কাপুরুষত্ব; ইহা সুখের হানিজনক, লালসার প্রতিবঞ্চক, উচ্চাভিলাষের বাধা, সংকল্পের অনগ্রসারিতা, ইহা লয়ে কে কবে ধনী মানী গৌরবান্বিত হয়েছে—(ভৃত্যের রক্ষিত বস্ত্রপানে তাকাইয়া) দূর হক, দ্বিধা, ভীরুতা, অনগ্রসারিতা, মন্ত্রসার জয়। (বস্ত্র গ্রহণ করত পরিধান)

পটক্ষেপণ।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

আলিবর্দ্দীর নিজ শিবির। দ্বিপ্রহর রাত্রির পর।

আলিবর্দ্দী ও গুপ্তবেশে রহিম আসীন।

আলি।—আমি চিন্‌তে পার্‌লাম না।

রহিম।—আমাকে চিনে আপনার প্রয়োজন কি?

আলি —অজ্ঞাত ব্যক্তির সহিত কিরূপে আলাপ কর্‌ব?

রহিম।—প্রাতে সমর-তরঙ্গে যে নৃত্য কর্‌তে আশা করে সে কি একটী সৈনিকের সঙ্গে আলাপ কর্‌তে ভয় করে? তবে আমি কি আলিবর্দ্দীর সহিত আলাপ কর্‌তেছি না? অন্য কেহ আমাকে প্রতারিত কর্‌ছে?

আলি।—তাহাতে তোমার কোন সন্দেহ নাই, স্বয়ং আলিবর্দ্দী এখানে উপস্থিত।

রহিম।—তবে আমি যে পত্র লিখেছিলাম,

তাহা আজিকার মত প্রত্যর্পিত হক, এই আলি-বর্দ্দীর লেখা পত্র রহিল।

আলি।—(পত্র রাখিয়া) নিশ্চয় হল যে পত্র লিখেছিল সে ব্যক্তি উপস্থিত আছে।

রহিম।—তবে এখন আলাপ আরম্ভ হতে পারে।

আলি।—শুন্‌ব বলে বসে আছি প্রস্তাব ও পক্ষ হতে হয়েছে।

রহিম।—আলিবর্দ্দী কিসে সন্তুষ্ট হয়, যদি প্রাতে অল্প পরিশ্রমে জয়লাভ কর্‌তে পারে, তবে আয়াস ও উৎসাহ সফল মনে করে না?

আলি।—সহজে জয়ী হতে কে না কামনা করে?

রহিম।—সেই জয় নবাব সরফরাজের পতন ও আলিবর্দ্দীর নবাব হওন। যাহাদ্বারা তাহা হবে তাহাকে আলিবর্দ্দী কি দিতে পারে?

আলি।—সেওয়ায় একটী আব সবই দিতে পারে।

রহিম।—একটী কেন? তিনটি।

আলি।—তিনটী কি?

রহিম।—প্রাণটী, নবাবটী ও বেগমটী—

আলি।—(সহাস্যে) যা পাবে তাহা পাবে।

রহিম।—আলিবর্দ্দী প্রতিজ্ঞা করুক যে মিত্র বা শত্রু হক, সপক্ষ বা বিপক্ষ হক, যে নবাবপাত ক'রে আলিবর্দ্দীর আশা ফলবতী করবে, সে আলিবর্দ্দীর প্রিয় হবে, অপ্রিয় থাকলেও প্রিয় হবে। বিশ্বাসঘাতক বলে ঘৃণিত হবে না।

আলি।—বিশ্বাসঘাতক প্রবঞ্চক ঘৃণার্হ বটে, তা আমি কি করব?

রহিম।—তবে এই সাক্ষাৎ এইখানে ভঙ্গ ও শেষ হক।

আলি।—(স্বগত) এ লোকটা কে, কি চায় বা কি করতে পারে?

রহিম।—আলিবর্দ্দী চিন্তিত হতে পারে; ভাবিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হতেও পারে; কিন্তু আমি আশ্চর্য্য করতে চাহি না। আলিবর্দ্দী উপকার পেয়ে যদি ঘৃণা না ভুলতে পারে, তবে আবদুল করিম খাঁকে বধ করেছিল কেন?

আলি।—তুমি যেই কেন হও না আলিবর্দ্দীকে চেন নাই যে, সে লোক চেনে। আবদুল করিম

খাঁ পাটনায় বড় হয়েছিল। এক গৃহে দুই জন প্রভু থাকতে পারে না, এক রাজ্যে দুই রাজা থাকে না। সরফরাজ বা আলিবর্দ্দী নবাব হবে।

রহিম।—সেই জন্য আবদুল করিম মরেছে আমি তা জানি কিন্তু যে সরফরাজকে সরায়ে আলিবর্দ্দীকে নবাব করতে চায় সে আলিবর্দ্দীর তুল্য হতে পায় না, ক্ষমা চায়, যদি তা করে বা পূর্ব্বে কোন সময় কোন অপরাধ করে থাকে তবে তজ্জন্য ক্ষমা চায়।

আলি।—যে ঐরূপ করবে সে ঘৃণার্হ হলেও এমন কি রহিম হলেও ঘৃণিত হবে না—

রহিম।—তবে আলিবর্দ্দী প্রতিজ্ঞা করুক্।

আলি।—সে যে ঐরূপ করবে তার প্রমাণ?

রহিম।—সে আলিবর্দ্দী নয়।

আলি।—সে কিরূপ?

রহিম।—আলিবর্দ্দী আবদুল করিমের দ্বারা উপকার পেয়েছিল, তার ফল কি হয়েছে?

আলি।—তবে নেও সে অঙ্গীকার মত প্রতিজ্ঞা করুক।

উভয়ে।—কোরাণ উপস্থিত।

রহিম।—একসঙ্গে কোরাণ গৃহীত হউক।

আলি।—একসঙ্গে প্রতিজ্ঞাকারকদ্বয় আপন আপন নাম উল্লেখ করে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হউক।

রহিম।—পত্রের প্রতিজ্ঞা অনুসারে নাম গোপন থাকবে।

আলি।—তবে তাই হউক (উভয়ের প্রতিজ্ঞা)

রহিম।—চামেলী ফুল।

আলি।—আলিবৰ্দ্দী।—

উভয়ে।—এই কোরাণ লইয়া প্রতিজ্ঞা করছে। যে—

রহিম।—সরফরাজ খাঁকে পাত করবে।

আলি।—সে ঘৃণার্হ হলেও ঘৃণিত হবে না—ক্ষমা পাবে। শত্রু হলেও অপ্রিয় হবে না (উভয়ের কোরাণ রাখা ও মন্ত্রণা)

[রহিমের প্রস্থান।

আলিবৰ্দ্দী।—কি করে দেখা যাবে।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

গিরিয়ার মাঠ, রণক্ষেত্র।

প্রাতঃকাল।

একদিকে নবাবসৈন্য,—সরফরাজ ও রহিম নেতা সঙ্গে কুমার দেল মহম্মদ খাঁ। অপর দিকে আলিবর্দ্দীর সৈন্য, স্বয়ং আলিবর্দ্দী, মুস্তাফা খাঁ ও গণেশজী নেতা। রণবাদ্য।

নবাব সৈন্য আক্রমণ করিয়া অগ্রসর হইল; পরে আলিবর্দ্দীর সৈন্য আক্রমণ করিল।

গোলন্দাজগণ অগ্রগামী।

[অন্য সকলের প্রস্থান।

নেপথ্যে যুদ্ধরব।

তাহাদের নিকটে আলিবর্দ্দীর প্রবেশ।

আলি।—কথা কি রাখবে?

রহিমের প্রবেশ।

রহিম।—কোথায় গেল অশ্বটি হারায়েছে।

কতকগুলি সৈন্যসহ অশ্বশূন্য নবাবের প্রবেশ।

নবাব।—রহিম! আমাকে একটা ঘোড়া দাও। একটী ঘোড়ার জন্য আমার এখন রাজ্য যায়, ঘোড়া

ঘোড়া। আমি তোমাকে খুজতেছিমাম। তুমি এখানে কি করিতেছ?

রহিম।—এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি অশ্ব আনি।

(নেপথ্যে যুদ্ধ নবাব কই কোলাহল)

নবাব।—দেরি সয়না—অশ্ব আন—একটী ঘোড়া না পেলে কি করিব।

রহিম।—আপনি ব্যস্ত হবেন না আমি আনছি।

নবাব।—তুমি বিলম্ব কর কেন?

রহিম।—নবাব সাহেব এইখানে থেকে দেখুন।

নবাব।—শীঘ্র আন—আমি কুমারকে প্রবল যুদ্ধ মধ্যে দেখে এসেছি—কুমার একা কি করবে অবিলম্বে ঘোড়া আন।

(নেপথ্যে যুদ্ধ কোলাহল।)

রহিম।—যেখানে যুদ্ধ প্রবল সেইখানেই বীর কেশরী থাকে। সিংহশাবক কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারে?

নবাব।—আমি যেয়ে দেখব কুমার দেল মহম্মদ কেমন যুদ্ধ করছে।

রহিম।—(ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিয়া অদূরে আলি-বর্দ্দীকে দেখিয়া) চামেলীফুল (বামহস্ত উত্তোলন করিয়া) আমি আসি (সরিয়া যাওয়া)

নবাব।—রহিম কি ইঙ্গিত করলে ?

(অমনি বন্দুকের আওয়াজ ও নবাবের পতন)

রহিমের পুনঃপ্রবেশ।

রহিম।—হায়! কি হল নবাব জাহাপনা—সরফরাজ !

নবাব।—উঃ প্রাণ যায় ! কে রহিম ? বিশ্বাস-ঘাতক ! ইঙ্গিতে আমাকে দেখায়ে বধ করলি !

(নেপথ্যে সৈন্যমধ্যে কোলাহল)

রহিম।—প্রবঞ্চক সরফরাজ প্রতারণার প্রায়-শ্চিত্ত কর—নবাব হয়ে অঙ্গীকার ভগ্ন করেছ—ভুলফকে পুত্রবধূ করে মনে করেছিলে সুখের নবাবী।

নবাব।—আমার পুত্র কোথায় ?

রহিম।—সেও এখনি মরবে কি মরেছে (নেপথ্যে নবাব পুত্র মরিল শব্দ।) ঐ শুন অপহৃত ভুলফের স্বামী তোমার পুত্র মরেছে।

নবাব।—বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্ন তোর কি হবে। উঠতে পারলে তোকে বধ করে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতাম। (উঠিতে চেষ্টা বেগে উঠিতে গিয়া পতন ও মৃত্যু)

(নেপথ্যে নবাব মরল শব্দ সৈন্যমধ্যে গোলযোগ ও ইতস্ততঃ পলায়ন।)

(নেপথ্যে আলিবর্দ্দীর সৈন্ত মধ্যে জয়ধ্বনি)

আলিবর্দ্দীর প্রবেশ।

আলি।—পশ্চাৎ ধাবমান হও। মুস্তফা খাঁ কোথায়?

মুস্তফা খাঁ।—জাহাপনা নবাব নাজিম বঙ্গাধি-রাজের জয়।

আলিবর্দ্দী।—সে কোথায়? এখন আহ্লাদের সময় নয়, অগ্রে যুদ্ধ শেষ হক। নবাবের নাম আন।

মুস্তফা।—তাহা সংগ্রহ হয় নাই কিন্তু নবাব সৈন্য বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

আলি।—দেখ চল চল।

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

মুরসিদাবাদ—নবাব বাড়ীর অন্দর।

জুলফের প্রকোষ্ঠ। রাত্রিকাল।

জুলফ শয়ানা।

রহিমের প্রবেশ।

রহিম।—জুলফ! উঠ—এস।

জুলফ।—কে প্রাণনাথ? এস, আমি কত স্বপ্ন দেখ্‌তেছিলাম, যেন—

রহিম।—উঠ, এখানে আর থাকতে হবে না আমার সঙ্গে এস।

জুলফ।—তুমি কে? আমি কেন যাব?

রহিম।—এখনও চেন নাই? জান না কি হয়েছে?

জুলফ।—কি হয়েছে? রহিম! কেমন করে এখানে আসলে?

রহিম।—আর বারণ করে কে?

ডুলফ।—তুমি একা এলে। যুদ্ধের ফল কি হয়েছে?

রহিম। নবাব মরেছে। বাঙ্গালায় আলিবর্দ্দী নবাব হল। এখন তোমার দশায় কি হবে?

ডুলফ।—আমার স্বামী কোথায়?

রহিম।—এই তোমার স্বামী আমি এসেছি, এখন আমাকে ভজ। এস নবাব বাড়ী ত্যাগ করে যাই।

ডুলফ।—আমার হৃদয়নাথ নবাবপুত্রের কি হয়েছে, জান ত বল?

রহিম।—সেও মরেছে।

ডুলফ।—তুমি মর নাই?

রহিম।—আমি তোমার জন্য তাহাদিগকে মারিয়া তোমাকে লতে এসেছি।

ডুলফ।—হা মৃত্যু! হায় অকাল মরণ। হা দগ্ধ হৃদয়! তোমার মূল উৎপাটিত হল। তোমার সব আশা ফুরা'ল! সকল অভিলাষ বিফল হ'ল। কোথায় নবাববধূ হয়ে সুখভোগ, কোথায় সুসজ্জা, কোথায় প্রীতি, কোথায় স্বামী সোহাগ, সব গেল, ডুলফের হৃদয় শূন্য হল, নবাব ও নবাবপুত্র উভয়েই মল,

মৃত্যুগ্রাসে পড়ল। হা মৃত্যু! নবাব হলেও তোমার হাত হতে নিস্তার নাই। রহিম কি কর্‌লে? এই কি উপকারের প্রতিশোধ? এই কি কৃতজ্ঞতার লক্ষণ?—না—বিশ্বাসঘাতকতা! কৃতঘ্নতা। দুরন্ত ঘৃণা। বিষময় দুষ্প্রবৃত্তি! দুর্জ্জয় বিষাক্ত রিপুর বিষময় ফল!—(নীরবে চিন্তা পরে) রহিম! তুমি এমন্ কর্ম্ম কেন কর্‌লে?

রহিম।—তুমি আমার এই কার্য্যের মূল। তোমাকে প্রাপ্তি কামনা আমার জপমালা ও চেষ্টা। তোমাকে পাব বলে ও সব করেছি—পৃথিবীতে এমন কোন্ অকর্ম্ম আছে, যাহা তোমাকে পেলে রহিমের অসাধ্য? তোমাকে লয়ে যাব বলে এই যুদ্ধান্তে এসেছি। এস এখন যাই।

ডুলফ।—(সচিন্ত ভাবে) আমি না গেলে তুমি কি করবে?

রহিম।—বলপূর্ব্বক লয়ে যাব।

ডুলফ।—লয়ে কি করবে?

রহিম।—আমাকে ভজবে।

ডুলফ।—যদি না ভজি?

রহিম।—আলিবর্দ্দী নবাব এসে তোমাকে

তাড়ায়ে দেবে। আবার যে ছুলফ সেই ছুলফই হবে।

ছুলফ।—আমার প্রাণনাথ মরেছেন? নবাব মরেছেন?

রহিম।—আমার কথায় বিশ্বাস হল না?

ছুলফ।—তুমি মেরেছ?

রহিম।—তোমাকে পাব বলে তাহাদিগকে পথকণ্টকবৎ সরালাম।

ছুলফ।—তুমি আমাকে লয়ে কি করবে?

রহিম।—তোমার সৌন্দর্য্য স্বর্গসুখ ভোগ করব—তুমি আমার হবে।

ছুলফ।—কিন্তু তুমি যে আমার স্বামিহন্তা—প্রভুহন্তা।

রহিম।—আমার প্রভু তোমার শ্বশুর যে লম্পট পাপিষ্ঠ।

ছুলফ।—তথাপি তোমার কাছে ত কোন অপরাধ করেন নাই।

রহিম।—আমি তর্ক তুলিতে আসি নাই।

ছুলফ।—তবে কি জন্য এলে?

রহিম।—প্রাতে আলিবর্দ্দী তোমাকে বন্দী

করবে, তাই অগ্রে উদ্ধার করে নিজে নিতে আসলাম।

জুলফ।—আলিবর্দ্দীর আমি কি করেছি?

রহিম।—তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে উপেক্ষা করেছ।

জুলফ।—আমি যাহা ভালবাসছিলাম, তাই করেছি। সে যা ভালবাসে তাই করলে ও তাই করবে, তবে আমাকে বন্দী করবে কেন?

রহিম।—তর্ক ত্যাগ কর—এখন বলি এস।

জুলফ।—কোথায় প্রাণনাথ! আমার দশায় কি করলে?

রহিম।—প্রেয়সি জুলফ! আমার আশা সফল কর।

জুলফ।—আমি তোমাকে ঘৃণা কর্‌লাম।

রহিম।—তুমি ঘৃণা করে কি কর্‌বে? দেখ আমার ঘৃণায় কি ফলাইলাম।

জুলফ।—আমি বিধবা, আমি আবার বিবাহ করতে পারি, যাকে ইচ্ছা ভজিতে পারি।

রহিম।—তাই বলি আমাকে ভজ। তোমার চির অনুরক্ত এবং তোমার রূপ লালায়িত পিপাসিতকে অধরসুধা দান কর।

তুলফ।—স্বামী মরিল, আশা ফুরাল তবু তুলফ কাঁদিল না।

রহিম।—কাঁদবে কেন?—আবার হবে।

তুলফ।—আবার কি হবে?

রহিম।—সধবা হবে।

তুলফ।—বিধবা হয়ে সধবা হবে? হা হা স্বামী কে?

রহিম।—আমি এই রহিম।

তুলফ।—এ নবাব বাড়ী—আমি নবাববধূ—তুমি কে।

রহিম।—আমি নবাবমন্ত্রী রহিম।

তুলফ।—হাঁ নাম শুনেছি—দেখেছি—কই এস দেখি—সেই বটে কি না?

রহিম।—এই দেখ (নিকটে গমন) উঠ চল, এখনি এ বাড়ী ত্যাগ করতে হবে।

তুলফ।—পাহারা আছে যেতে দেবে কেন? তুমি আরও নিকটে এস (বালিসের নিকট হইতে ছুরিকা গ্রহণ)

রহিম।—প্রেয়সি। (আলিঙ্গন করিতে গেলে তুলফ কর্ত্তৃক রহিমের উদরে ছুরিকাঘাত) পাপিষ্ঠা।

এই দুইও (তুলফের প্রতি তরবারী আঘাত উভয়ের পতন ও মৃত্যু)।

পটক্ষেপণ।

সমাপ্ত।

আশুতোষ ঘোষ এবং কোম্পানি দ্বারা আল্‌বার্ট প্রেসে মুদ্রিত।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১৩	পুত্তলি	পুতলি
৪	১	হ'তে লাও	হ'তে। লাও,
৫	৬	মুরমেদ	মুরসেদ
৬	২	রায়ণ	রায়াঁ।
১৪	১২	রায়ণ	রায়াঁ।
১৫	৭	করবার	করবে
ঐ	১৯	মুদিতে মুদিতে	মুছিতে মুছিতে
১৬	১৫	কখন	এখন
১৭	২	আলোচন	অলোচনা
ঐ	৩	করে,	করে
১৯	৫	প্রত্যখ্যান	প্রত্যাখ্যান
২০	১২	কথায়	কখন
২২	১	দেখ	দেখবে
২৪	৮	শেঠের	শেঠ
ঐ	১৬	সভাপতি	সভাপণ্ডিত
৩১	৩	ঝন্সীর	কাশীর
৩৩	১৪	করে	কবে
৩৭	৩	আনন	আনান
৪০	৭	নিয়ে	লিয়ে
৪১	১৪	মহম্মেদ	আহম্মেদ
৪২	১৮	নবাবপুত্রের	নবাব পুত্রের
৪৩	৫	হবেন।	হবে না।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৪	১০	দিয়ে	দিবে
৪৯	১০	মহম্মেদ	আহম্মেদ
ঐ	১৭	দববারে	দরবার
৫০	১০	দেও	দেয়
ঐ	১৪	আন্য়ে	আনিয়ে
৫৪	৪	দেবতার	দেবতা
ঐ	ঐ	নিয়ে	লিয়ে
ঐ	১৮	রায়ঁদের	রায়ঁাদের
৫৫	৪	একট	একটা
ঐ	ঐ	আস্তে	আস্তে
৫৬	৩	নাবাবের	নবাবের
৬৭	১১	পারবেন। না	পারবেন না।
৭৬	১৭	সজ্জিত	সজ্জিত
৮০	৮	অভিপ্রেভ	অভিপ্রেত
ঐ	ঐ	সুযোগ্য	সুযোগ্য
ঐ	১৩	উপস্থিত	উপস্থিত)
৮৪	২	দৈবশক্তিকে	দৈবশক্তিতে
৮৫	৫	খাঁর	খাঁ।
৮৬	৬	লোভ	লোপ
৯৩	১৩	সমরের	সময়ের
১০৩	৩	নিলে	লিলে
১০৫	৭	ভান	ভাণ
১০৭	১১	নিতে	লিতে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১১২	৭	মরি	সরি
১১৩	১	মুক্ত	মুণ্ড
ঐ	২০	ক্ষুধার	ক্ষুধায়
১১৪	১২	ইঙ্গিতব্য	ইপ্সিতব্য
১১৫	২১	বেশ	প্রবেশ
১১৬	৭	হাজী! মাহম্মেদের	হাজী আহম্মেদ!
১১৮	১৯	করায়	করার
১২২	১৯	লালসে	লালসায়
১২৩	৫	করি	করিয়া
১৩০	১৭	যায়	চায়
ঐ	১৯	যায়	চায়
১৩১	১৪	প্রতিবঞ্চক	প্রতিবন্ধক
ঐ	১৭	মন্ত্রসার	মন্ত্রণার
১৩৩	১	আজিকার	অঙ্গীকার
১৩৪	১	নবাবটী	নবাবিটী
ঐ	২	পাবে	চাবে
১৩৫	৭	পায় না	চায় না
ঐ	১৮	নেও	লও
ঐ	২০	উভয়ে।—	উভয়
১৩৯	১৪	মুখের	মুখে
১৪০	১৪	নাম	লাস